NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা... হোস নে দিশেহারা

কর্তব্যরত চিকিৎসককে হেনস্তার প্রতিবাদে কর্মবিরতি-বিক্ষোভ ৫

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৪ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.8.2024, Vol.18, Issue No. 63 8 Pages, Price 3.00

ফাঁসি দিলে দিন, জেরায় নিরুত্তাপ অভিযুক্ত সঞ্জয়

ধর্ষণ-খুন স্বীকার, ১৪ দিন পুলিশ হেপাজত

শিয়ালদহ আদালত থেকে অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে ঢুকে যুবতী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। যদিও অপরাধের কথা স্বীকার করলেও,তাঁর মধ্যে অপরাধবোধের লেশমাত্র নেই বলেই তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের একটি অংশ দাবি করেছেন, অভিযুক্তের মধ্যে কোনও অনুতাপবোধ তো নেই-ই বরং জেরায় ধৃত বলেছেন, ‘ফাঁসি দিলে দিন।’

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী নির্যাতনের ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায়কে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল শিয়ালদা আদালত। সঞ্জয়কে শনিবার গ্রেপ্তারের পরে শিয়ালদা আদালতে হাজির করানো হয়, সেখানেই বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। শুনানি চলাকালীন ধৃতের হয়ে সওয়াল করেননি কোনও আইনজীবীই।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার হত্যাকাণ্ডে সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনেব ঘটনায় চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ওঠার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। এদিকে সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে ধৃত সঞ্জয় রায় হাসপাতালের কেউ নন, যদিও বহিরাগত ওই ব্যক্তির হাসপাতালে অবাধ যাতায়াত ছিল।

শুক্রবার রাতেই তাঁকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যায় কলকাতা পুলিশ। এর পর জিজ্ঞাসাবাদে নিজের দোষ স্বীকার করে নেন অভিযুক্ত।

আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত যুবক পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাঁকে শুক্রবার রাতে প্রথমে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, শুক্রবার ভোরে হাসপাতালে ঢুকতে দেখা যায় অভিযুক্তকে। ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট তিনি ভিতরে ছিলেন। সিভিক ভলান্টিয়ার হওয়ার কারণে হাসপাতালে ঢুকতে বা বেরতে তাঁর সমস্যা হয়নি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত একবার হাসপাতালে ঢুকেছিলেন। তার পর বেরিয়ে মদ খান। পরে মদ্যপ অবস্থায় ভোর চারটে নাগাদ আবার হাসপাতালে ঢোকেন। প্রবেশের সময়ে তাঁর গলায় একটি ব্লুটুথ হেডফোন দেখা গিয়েছিল, বেরনোর সময়ে যেটি ছিল না। পরে ওই হেডফোনেরই ছেঁড়া অংশ উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। এই হেডফোনের সূত্রে এবং সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীদের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের মোবাইল ফোনে রাখা ছিল পর্নোগ্রাফির বহু ভিডিও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত যুবক মানসিক বিকারগ্রস্থ। সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে যুবতী ওই চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তাঁর দু’চোখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল। হাত, আঙুল, পা, পেট-সহ দেহের নানা জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। অপরাধের আগে যুবতীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছিল বলেই প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করছেন তদন্তকারীরা।

আরজি কর কাণ্ডে ফাঁসি চান মমতাও

সিবিআই তদন্তে আপত্তি নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণী চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শাস্তির দাবিতে সরব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই মৃতার বাবাকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, ‘আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকের মৃত্যু ন্যক্কারজনক এবং অমানবিক। আমার মনে হচ্ছে, যেন নিজের পরিবারের কাউকে হারিয়ে ফেলেছি। এই ঘটনাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না। জুনিয়র চিকিৎসকরা যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তা সঙ্গত বলেই আমি মনে করি। আমি ওদের দাবির সঙ্গে একমত।’

মমতা বলেন, ‘আমি কাল ঝাড়গ্রামে ছিলাম। রাস্তা থেকে খবর নিচ্ছিলাম। মেয়েটির বাবা এবং মায়ের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। আমি আমার প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি, দোষীদের চিহ্নিত করে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে ফাস্টট্র্যাক আদালতে এই মামলা তুলতে এবং প্রয়োজনে ফাঁসির আবেদন জানাতে। দোষীর কোনও ক্ষমা নেই। ১ জনকে তো গ্রেপ্তার করেছে, একটা ব্রেক থ্রু নিশ্চয়ই হয়েছে।’ অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানিয়ে মমতা আরও বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগত ভাবে ফাঁসির বিরোধী। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনায় এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন আছে। যাতে আর কেউ ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়।’ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় যে কোনও এজেন্সি তদন্ত করতে পারে, রাজ্য সরকারের কোনও আপত্তি নেই বলে শনিবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘আমাদের (রাজ্য সরকারের) ওপর আস্থা না থাকলে আন্দোলনরত পড়ুয়ারা যে কোনও এজেন্সির কাছে যেতে পারেন। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।’

পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সিবিআই তদন্ত করলেও, আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। কারণ, আমাদের কিছু লুকনোর নেই।’ তবে মমতা জানান, রাজ্য সরকার তদন্ত করছে। শুক্রবার রাত ২টো পর্যন্ত পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে তাঁর দফায় দফায় কথা হয়েছে। পড়ুয়াদের ক্ষোভকেও সঙ্গত বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তির হাসপাতালে যাতায়াত ছিল। আশপাশে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ঘটনা ঘটল, তা নিয়েও প্রশ্নও তুলেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী এ-ও বলেছেন, হাসপাতালের ভিতরের বিষয় দেখভালের জন্য সুপার, প্রিন্সিপালদেরও দায়িত্ব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কোনও ফাঁকফোকর ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক পড়ুয়াদের উদ্দেশে আবেদন করে বলেছেন, ‘আপনারা সব সময় দায়িত্ব পালন করেন। রোগীদের ফেরাবেন না। আপনারা দাবি নিয়ে আন্দোলন করুন। কিন্তু পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সেটা দেখার অনুরোধ করব।’

দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তিতে সাহায্যের আশ্বাস সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার সুরই শোনা গেল কলকাতার পুলিশ কমিশনারের গলায়। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘মৃতার পরিবার যদি চায় অন্য এজেন্সি তদন্ত করবে, তাতেও আমাদের কোনও আপত্তি নেই।’ এদিকে আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুরহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক তথ্য। তদন্তে পুলিশ ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই চিকিৎসককে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ওই তরুণীর ওপর হামলা করেন অভিযুক্ত। ধর্ষণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ওই তরুণীর ওপর অত্যাচারও করা হয়। তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলেও তদন্তে উঠে আসছে।

আরজি কর হাসপাতালে মৃত তরুণী চিকিৎসকের ওপর যৌন নির্যাতনের কথা প্রাথমিক তদন্তের পর সেকথা মেনে নিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান তিনি। কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল দাবি করেন, অভিযুক্তের সঙ্গে তরুণী চিকিৎসককে যৌন নির্যাতন করে হত্যার জোরালো প্রমাণ মিলেছে, পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ এবং ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, ‘ধৃত আমাদের কাছে একজন বড় মাপের অপরাধী। যে এমন ঘৃন্য অপরাধ করে, তার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্য। আমরা সেটা দেখব।’ ঘটনাস্থলে মেলা সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধেও জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। তবে তদন্তের স্বার্থে খুব বেশি তথ্য প্রকাশ্যে আনতে চাননি তিনি।

তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে সঞ্জয় রায় নামে এক ব্যক্তি। তিনি সেসময় চেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিরাপত্তার কাজে ছিলেন। পুলিশের দাবি, ওই বিভাগের সিসিটিভি ফুটেজে সঞ্জয়কে ওই বিভাগের করিডরে ঘুরতে দেখা যায়, যা সেসময় হওয়ার কথা ছিল না। তাতেই সঞ্জয় রাই প্রধান অভিযুক্ত বলে মনে করছেন সিপি। জানা গিয়েছে, ভবানীপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় সিভিক ভলান্টিয়ার। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের দাবি, অভিযুক্তের পেশা কী, তা বিচার্য নয়। তদন্তের স্বার্থে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না বলেও জানান তিনি।

সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটা ঘটনায় তিনি লজ্জিত বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সিপি বিনীত গোয়েল। দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য পরিবারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিনেশে ফোগটের রুপো নিয়ে ঘোষণা আজ

প্যারিস, ১০ অগস্ট: আজ ঘোষণা হবে বিনেশ ফোগটের রুপো পাওয়ার বিষয়টি। ফলে বিনেশ ফোগাট রুপো পাবেন, কি পাবেন না, তা ঝুলে রইল শনিবারও। উল্লেখ্য, তাঁর রুপো পাওয়া বা না পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের ওপর। ফাইনালের আগে প্যারিস অলিম্পিক্সে বাতিল হওয়ার পরই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে অভিযোগ করেছিলেন বিনেশ। শুক্রবার তিন ঘণ্টা ধরে সেই আবেদনের শুনানি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের তরফে বিবৃতি দিয়ে শুনানি শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায় ঘোষণার কথা বলা হলেও, পরে তা বাড়ানো হয়। তবে প্যারিসের স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টা, অর্থাৎ ভারতীয় সময়ে রাত সাড়ে ৯টার মধ্যে রায় ঘোষণা করার কথা ছিল আন্তর্জাতিক আদালতের। কিন্তু তা পিছিয়ে গিয়েছে এদিন। শুক্রবার তিন ঘণ্টা ধরে বিনেশের মামলা শোনেন অ্যানাবেল বেনেট। বিনেশের হয়ে ফ্রান্সের চার জন আইনজীবী ছাড়াও ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার হয়ে হরিশ সালভে ও বিদুস্পত সিঙ্ঘানিয়া ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন শুনানিতে। তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, বিনেশ বেআইনি কিছু করেননি, কোনও অসৎ উপায় অবলম্বন করেননি, যোগ্য হিসাবেই সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। তা হলে কেন তাঁকে রুপো দেওয়া হবে না? বেনেট জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত জানানো হবে।শুনানির পরে সিঙ্ঘানিয়া সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত জানানো হবে। শুনানি ভালো হয়েছে। আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে বিনেশকে রুপো দেওয়া উচিত।’ বিনেশের প্রতিপক্ষ বিশ্ব কুস্তি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স সংস্থাও নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে। বিনেশের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। সব খেলোয়াড়ই নিজের শরীরের খেয়াল রাখেন। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন বিনেশের ওজন ৫০ কেজির নীচেই থাকলেও, পরে ওজন বাড়ে। এটা স্বাভাবিক পদ্ধতি। এর মধ্যে কোনও অনিয়ম নেই। ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা বলেন, ‘অলিম্পিক্স সংস্থার কাজ । ওকে সব রকম ভাবে সাহায্য করা। আমরা সেটাই করেছি। কুস্তিতে বিনেশের অবদান ভোলার নয়। মামলার ফল যা-ই হোক, আমরা ওর পাশে আছি।’

কুস্তিতে ব্রোঞ্জ

প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে ভারতের ঝুলিতে ষষ্ঠ পদক। এইবার প্রথম কুস্তি থেকে এল পদক। শুক্রবার পুরুষদের ৫৭ কেজির ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে হরিয়ানার মল্লযোদ্ধা পুয়ের্তো রিকোর দারিয়ান তোই ক্রুজকে ১৩-৫ পয়েন্টে হারালেন। ভারতের ঝুলিতে এখন পাঁচটি ব্রোঞ্জ ও একটি রুপো। পদক তালিকায় ভারতের স্থান ৬৫ নম্বরে।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে কর্মবিরতি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জরুরি পরিষেবা ব্যতিরেকে চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ডাক একের পর এক হাসপাতালে। কর্মবিরতি সিএন এমসি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, এন আর এস, এস এসকেএম ও। কর্মবিরতি জেলার হাসপাতালেও। আরজি করের ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবিতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে এমার্জেন্সি পরিষেবা সচল রেখে বাকি পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্মবিরতি ও অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরাও। হাসপাতালের সুপার অফিসের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। জল গড়িয়েছে দিল্লিতেও। দেশের সব চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনকে এই ঘটনার প্রতিবাদে নামার আবেদন জানিয়েছে এইমস আরডিএ। ইতিমধ্যেই এইমস আরডিএ-র তরফে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে বিবৃতি দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও এই ঘটনা খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে চিকিৎসকদের তরফে। সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন দিল্লির বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

প্রধানমন্ত্রী পদে হাসিনা ইস্তফা দেননি, দাবি পুত্রের

‘শহিদ’ আবু সাঈদের বাড়িতে ইউনুস ● প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ

ঢাকা, ১০ অগস্ট: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে এখনও পদত্যাগ করেননি শেখ হাসিনা! শনিবার সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই দাবি হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের। তাঁর দাবি, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অসাংবিধানিক। কারণ, সাংবিধানিক ভাবে এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদেই রয়েছেন তাঁর মা শেখ হাসিনা।

হাসিনা সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা জয় বর্তমানে আমেরিকায়। সেখান থেকে ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থাকে তিনি বলেন, ‘আমার মা আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করেননি। তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করলেও, ততক্ষণে বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করায় তিনি সময়ই পাননি। আমার মা নিজের ব্যাগ পর্যন্ত গোছাতে পারেননি। সংবিধান অনুযায়ী তিনি এখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।’

ঢাকা ছাড়ার আগে সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ হাসিনা পদত্যাগ দিয়েছিলেন বলে সে দিনই জানান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় সেই দাবি খারিজ করে দিলেন আওয়ামি লিগের সভানেত্রীর পুত্র জয়। হাসিনা সরকারের পতনের পরই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ শাহাবুদ্দিন জেনারেল জামান এবং ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে স্থির করেন, নোবেলজয়ী

ইউনুসকে প্রধান করে আপাতত অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে। বৃহস্পতিবার সেই অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস সরকারে ১৬ জন উপদেষ্টাও রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যে মন্ত্রক বণ্টন হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার শপথ নিয়েই ঘোষণার প্রতিশ্রুতি মেনে শনিবার কোটা সংস্কার আন্দোলনের ‘শহিদ’ আবু সাঈদের বাড়ি গেলেন বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস।

জানা গিয়েছে, শনিবার সেখানকার সময় অনুযায়ী, সকাল ১১টার পর ইউনুস রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়া গ্রামে সাঈদের বাড়িতে যান। অন্তর্বর্তী সরকারের দুই অন্যতম উপদেষ্টা তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ‘সমন্বয়ক’ নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন নতুন। হেলিকপ্টারে তাঁরা পীরগঞ্জের মেরিন অ্যাকাডেমিতে অবতরণ করার পর সাঈদের বাড়িতে যান। সেখান থেকে নিহত ছাত্রের কবরে গিয়ে প্রার্থনাও করেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে আন্দোলনে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সাঈদ।

এদিকে, শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ ওবায়দুল হাসান প্রধান বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতেই নতুন প্রধান বিচারপতির নাম ঘোষণা করা হল। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, নবগঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলাম। তিনি এর আগে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে কাজ করছেন।

প্রধান বিচারপতির পদ থেকে হাসানের ইস্তফার দাবি করে শনিবার রাজধানী ঢাকায় হাইকোর্ট ভবনের সামনে কয়েকশো আন্দোলনকারী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে হুঁশিয়ারি দেন, তাঁদের দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই পদত্যাগ করেন বিচারপতি হাসান। প্রধান বিচারপতি-সহ আপিল বিভাগের সব বিচারপতিকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের দাবি জানালেও, তা না হওয়ায় হাইকোর্ট ঘেরাও করতে কার্জন হলের গেটে জমায়েতের আহ্বান জানান তাঁরা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিচারপতি হাসানের পদত্যাগের কথা সামনে আসার পরই নতুন প্রধান বিচারপতির নাম ঘোষণা হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Dhoradaha, Nadia. **NIET NO. 144/15thFC, MPLAD, BEUP, 5thSFC, MSDP, BADP/DGP-I/2024,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission 20.08.25 up to 6p.m. For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dhoradaha- I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 05/PBG/Shikarpur/2024-25,** Last date of submission **21.08.2024 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat.

To Whom It May Concern

CE Licence No. 33733256 for "SAMIKSHA NURSING HOME" Closed forever as of 07.08.24.

For, "SAMIKSHA NURSING HOME"
SUSHILA BAI KOLINDEWALA
Proprietor

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতি স্নেহলতা খুন্তির পক্ষে আমমোক্তারগণ (১) শ্রী বৃন্দাবন হাতি ২) শ্রী নিরঞ্জন হাতি উভয়ের পিতা-ঁকৃপাসিন্ধু হাতি যাহার আমমোক্তার নং IV-61-2007 হইতেছে তাহাদের ৩৬ ডেঃ হইতে শ্রী মাধো প্রসাদ আগরওয়াল কে ০৪.১৩ ডেঃ খিদিরপুর মৌজায় যাহার J.L. No- ১৪০, R.S. Plot নং-১৬৯ দাগ নং- ২০৬ দাগে ০৪/০৭/২০০৭ তারিখে IV-61-2007 of ADSR Kharagpur এর মোক্তার নামা অনুসারে বিক্রয় করেন। যাহার বিক্রয় কোবালা নং- ২৩১৮ হইতেছে। এবং মাধো প্রসাদ আগরওয়াল পুনরায় উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কোবালা নং- ৮৪৯১ মূলে ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ সালে শ্রী জয়দেব দোলই, পিতা-ঁ ভূষণ দোলই কে বিক্রয় করেন, পুণরায় জয়দেব দোলই বিক্রয় কোবালা নং ১৪৫১ তারিখ ০৬ মার্চ ২০১৭ সালে শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী রায়, স্বামী- শ্রীগৌতম রায় কে বিক্রয় কোবালা মূলে উপরোক্ত উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ত্ববান ও দখলীকার করেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমাকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারো কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

সেক আজহারুদ্দিন
এ্যাডভোকেট
এনরোলমেন্ট নং F/3718/3574/2022
মোবাইল -8617050787

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) নিলুফার বেগম ও ২)ফিরোজা বেগম উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ হাসানুজ্জামান উভয়ের সাকিম কুলিপাড়া, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, বিগত ইং 25/09/2023 তারিখে কলকাতা এ.আর.এ.-I, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 190108021/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺শতদল চক্রবর্ত্তী সাকিম কাপাসডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 11/12/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-11368/2023 নং দলিল মূলে **১)শ্রী মুন্না কুমার তিয়ারী** পিতা শত্রুঘন তিয়ারী ও **২)শ্রীমতী অনু তিয়ারী** স্বামী শ্রী মুন্না কুমার তিয়ারী উভয়ের সাকিম বি কে পাল টেম্পল রোড, বেলুড়মঠ, পোঃ বেলুড়, থানা বালি, জেলা হাওড়া, পিন 711202 মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে.এল.-06, হাল এল. আর 255 ও 634 খতিয়ানে, আর.এস. 684 ও হাল এল. আর 1003 দাগে বাস্তু জমি 12 ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমি ১)শ্রী মুন্না কুমার তিয়ারী পিতা শত্রুঘন তিয়ারী ও ২)শ্রীমতী অনু তিয়ারী স্বামী শ্রী মুন্না কুমার তিয়ারী নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মুলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্ত। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি রফিক সেখ, পিতা-মৃত আকবর সেখ, সাং-এম.এম.ঘোষ স্ট্রীট, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১ জেলা-নদীয়া, থানা-কোতয়ালীর অধীনে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস ৪৭৮২ নং এল.আর ৫৬৮৫৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১২৭৭৪ নং এল.আর ১৭৪১৩ নং দাগের ০.০২৫৫ একর বা ০২.৫৫ শতক এবং আর.এস ৪৭৮২ নং এল.আর ৪২০৭১ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ১২৭৭৪ নং এল.আর ১৭৪১৩ নং দাগে ০.০০৯৭ একর বা ০.৯৭ শতক একুনে মোট ০.০৩৫২ একর বা ০৩.৫২ শতক সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ডের চ্যাটার্জী বাড়ী লেনস্থিত ৬৩ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী ৩১.০৮.২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৩৪৮/২০২২ নং রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনাম দলিল বলে মুল মালিক ১) শ্রীমতি মান্তু দত্ত, স্বামী-শ্রী উল্লাস দত্ত ২) শ্রী উল্লাস দত্ত, পিতা-ঁজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়ের সাং-কাঁসারীপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া পিন নং- ৭৪১১০১ এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি রফিক সেখ গত ইং ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭১৯১/২৪নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রী উৎপল দত্ত, পিতা- ঁজিতেন্দ্রনাথ দত্ত সাং-কাঁসারীপাড়া লেন(চ্যাটার্জী বাড়ী লেন) পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া পিন নং- ৭৪১১০১ মহাশয় কে এল.আর ১৭৪১৩ নং দাগের ০.০৩৫২ একর বা ০৩.৫২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষেত্রে শ্রী উৎপল দত্ত মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমরা বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার লিখিতং ১)কৃষ্ণপদ ভৌমিক, পিতা-সত্যনারায়ন ভৌমিক, সাং-প্রাচীন মায়াপুর নবদ্বীপ নদীয়া। বিগত ইং ২৪/০৬/২০১৬ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বহির ১৩১৫-২০২৬ নং ভলিয়মের ৫৭০ হইতে ৫৭৯ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ৪৭/২০১৬ রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সাং-নবদ্বীপ শ্রীরামপুর রোড নিবাসী মৃত অবিনাশ চন্দ্র কুন্ডুর পুত্র সুবল চন্দ্র কুন্ডুর ওরফে সুবল কুন্ডু আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস-নবদ্বীপ, মৌজা-৫নং রুদ্রপাডা, খতিয়ান নং-R.S- ৩৪৮২ L.R-৩৭২৫ দাগ নং-R.S-৯৮০ L.R-৭০৬৮, পরিমান-৪.৩৩৩ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ৪৭/২০১৬ রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে খতিয়ান নং R.S-৩৪৮২ L.R-৩৭২৫ দাগ নং- R.S-৯৮০ L.R-৭০৬৮ পরিমান ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১১/১২/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৭৪৯/২০২৩ নং দলিল বলে সাং-মাধাপুর রোড নিবাসী শ্রী ব্রজগোপাল রায় এর স্ত্রী ঝুমা রায় মিত্র ক্রয় করিয়া MN/২০২৪/১৩১১/৬০১৮ নং কেস এর ভিত্তিতে রেকর্ড করিবার আবেদন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও যদি কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ ইং ১২/০৮/২০২৪ তারিখে Nabadwip B.L.R. O & L.R.O Office উপস্থিত হইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো জাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ তথা মনোজ কুমার পান্ডে ও বিনিত কুমার পান্ডে, সর্ব্ব পিতা রামাশ্বরী পান্ডে, সকলেই শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত ১১১/১১২, এস. সি. এম. রেডা, শেওড়াফুলি শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক মধ্যস্থ বৈদ্যবাটী (জে.এল নম্বর ৫) মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর ৩৬১৫ নম্বর দাগের ০.০২৭ একর বাগান সম্পত্তি যাহা চিত্তরঞ্জন হাটি, পিতা দুলাল চন্দ্র হাটি এর নাম বরাবর হাল এল. আর সেটেলমেন্টে রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় গত ইংরাজী ২০২৩ সালের ৩৩৪৩ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে সঞ্জিব দত্ত, পিতা জীতেন্দ্র নাথ দত্তকে ক্ষমতা প্রদান করিলে পর উক্ত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী মূলে সঞ্জিব দত্ত গত ইংরাজী ০৭/০২/২০২৪ তারিখে শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০২৪ সালের ৫৯২ নং সাব কোবলা পত্র দলিল মূলে আমার মক্কেলগনকে হস্তান্তর করিলে উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি. এল এ্যান্ড এল.আর অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/-(সুভাষচন্দ্র শাহ)
এ্যাডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার লিখিতং ১) সুবোল চন্দ্র কুন্ডু ওরফে সুবোল কুন্ডু, পিতা-অবিনাশ চন্দ্র কুন্ডু সাং-শ্রীরামপুর রোড নবদ্বীপ নদীয়া ২)প্রভাত কুমার ঘোষ ওরফে প্রভাত ঘোষ, পিতা-বিনয় চন্দ্র ঘোষ সাং-নিমদহ, পোষ্টঃ- বেলেরহাট, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ববর্দ্ধমান ৩)অভিজিত সাধু পিতা-নারায়ন চন্দ্র সাধু, সাং-পোড়ামাতলা রোড নবদ্বীপ, নদীয়া ৪)দীপক কুন্ডু পিতা রবীন্দ্র নাথ কুন্ডু সাং-নেতাজী সুভাষ রোড নবদ্বীপ, নদীয়া।উভয়ে মিলে বিগত ইং ১৫/১২/২৩ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ১ নং বহির ১৩১৫-২০২৩ নং ভলিয়মের ৬৬৩৬৪ নং হইতে ৬৬৩৭৯ নং পৃষ্ঠার নকল হওয়া ৩৮৩৬/২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সাং-নবদ্বীপ ১০৭/১ ব্যানার্জ্জী পাড়া রোড নিবাসী ধর্ম্ম সাহার পুত্র অভিজিৎ সাহা কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস-নবদ্বীপ, মৌজা-৫নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং-R.S- ৩৪৮২ L.R-৩৭২৫ দাগ নং-R.S-980 L.R-৭০৬৮, পরিমান- ১৭.৩৩ শতক

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ৩৮৩৬/২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে খতিয়ান নং R.S-৩৪৮২ L.R-৩৭২৫ দাগ নং- R.S-৯৮০ L.R-৭০৬৮ পরিমান ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/১২/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৮৬৫/২৩ নং দলিল বলে সাং-মাহাতপাড়া দক্ষিন, থানা-সন্দেশখালি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা মহাদেব কান্ডারের পুত্র পার্থ কান্ডার ক্রয় করিয়া MN/2024 / 1311/6016 নং কেস এর আবেদনের ভিত্তিতে রেকর্ড করিবার আবেদন করিয়াছে। তাহাতে কাহারও যদি কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ ইং ১২/০৮/২০২৪ তারিখে Nabadwip B.L.R. O & L.R.O Office উপস্থিত হইবেন।

NOTICE

Property Transfer- L.R. Dag No. 736, L.R. Kh. No. 1869, Mouza-Pandit Satghara, J.L No.17 Case No. MN/2024/0609/8578 one Alok Kumar Biswas S/O- Haran Chandra Biswas of Pandit Satghara Purba Para, P.O.- Mallickpara, P.S. Serampore, Dist. Hooghly who sold his Property through his attorney wz. Sri Girdhari Sharma S/O- Late Ram Gopal Sharma of Pandit Satghara, P.O. Mallickpara, P.S. Serampore, Dist- Hooghly vide Power of Attorney Being No. I-01103 of 2023 Regd. at A.D.S.R Serampore, Hooghly in favour of my client Santosh Ojha S/O Brij Behari Ojha residing at 28/2/A/1, Rathin Pal Sarani, Natungram, P.O. Morepukur, P.S.- Rishra, Hooghly vide its No 1144 of 2023.

Said Santosh Ojha mutate his name in the office record of B.L & L.R.O. Serampore Uttarpara Block, Serampore Hooghly against above mutation case. If any person will arise any objection against above mutation case, please inform to above B.L & L.R.O Office within 15 days from this date.

MD. MAQSOOD ALAM
Advocate
Serampore Court
Mobile No. 987444547

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী বীরেশ্বর ঘোষ ওরফে মাঝি** পিতা ৺দাশরথী মাঝি সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, বিগত ইং 14/11/1985 তারিখে ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 504/1985 নং আমমোক্তার দলিল মূলে তাহার স্ত্রী **শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ** স্বামী শ্রী বীরেশ্বর ঘোষ সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ** তাহার পাঁচ পুত্রকে (**১)শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ**-কে I-7097 নং দলিল মূলে **২)শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ**-কে I-7072 নং দলিল মূলে, **৩)শ্রী নীলমনি ঘোষ**-কে I-7070 নং দলিল মূলে, **4)শ্রী নির্মল ঘোষ**-কে I-7071 নং দলিল মূলে, **5)শ্রী মধুসূদন ঘোষ**-কে I-7073 নং দলিল মূলে)18/11/1985 ও 19/11/1985 তারিখে ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে দানপত্র রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দানপত্র দলিলবলে উক্ত **শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ, শ্রী নীলমনি ঘোষ, শ্রী নির্মল ঘোষ ও শ্রী মধুসূদন ঘোষ** নিজ নিজ অংশ যৌথ ভাবে আমার মক্কেল **শ্রী রবীন মিত্র** পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত মিত্র মহাশয়কে ও তাহার চার ভ্রাতাকে যৌথ ভাবে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে ইং 01/07/1991 তারিখে I-3504 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল.-21, 1573 নং ও হাল 2275 নং খতিয়ানে, 18 নং ও হাল 76 নং দাগে বাস্তু জমি ও গৃহাদি বাংলা মাপে তিন কাঠা দুই বর্গফুট বা 200.93 স্কোয়ার মিটার ও সম্পিত্তি সংলগ্ন 12 ফুট যৌথ পথ যাহা নকসায় প্রদর্শিত, বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমির ক্রেতাদের মধ্যে একজন, আমার মক্কেল শ্রী রবীন মিত্র পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত মিত্র তাহার নিজাংশ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন।যাহার কেস নং MN/2024/0601/6361 তাং 05/07/2024, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ ই আগস্ট। ২৬ শে শ্রাবণ। রবিবার । সপ্তমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(বীর ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস । রামরাজাতলা য় পুজো)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৬৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৯৮১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

‘আইন এনে এনকাউন্টার করে বা ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলা উচিত’ আরজি কর ইস্যুতে মন্তব্য অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: আইন এনে এই রকম দুষ্কৃতীকে এনকাউন্টার করে বা ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলা উচিত। আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রেফতার প্রসঙ্গে এমনটাই মন্তব্য করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি বলেন, ‘আসলে কোন ঘটনা না ঘটলে আমদের ঘুম ভাঙে না। এই ধরনের জঘন্য অপরাধ যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। মুখেই শুধু দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে বললেই হয়না।’

আজমল কাসভের উদাহরণ টেনে সাংসদ মন্তব্য করেন, ‘যখন পারিপার্শ্বিক প্রমাণ তথ্যদি অপরাধীর বিরুদ্ধে স্পষ্ট থাকে, তখন আইন এনে ৭দিনের মধ্যে শাস্তি দেওয়া উচিত।’ তাঁর সংযোজন, ‘আমারা বিচারককে দোষ দেব না, বিচারব্যবস্থাকে দোষ দেব। এতদিন এক একটা বিচার চলবে আর বছরের পর বছর ধরে অপরাধীদের খাইয়ে পরিয়ে খরচ করতে হবে! ওই টাকায় গরীব মানুষের কাজে লাগানো উচিত।’ আরজিকর ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধে সাংসদ বলেন, ‘বিজেপি সিবিআই তদন্ত দাবি করছে, সিবিআই করলে মেয়েটা ফিরে আসবে? উত্তরপ্রদেশ হলে ডেডবডিও পাওয়া যাবে না। দৃষ্টিভঙ্গি ও আইনসভায় আইন পরিবর্তন হলে এই পরিবর্তন হবে।

বিজেপি নিকৃষ্টমানের রাজনীতি করছে। তাঁদের উচিত তাঁদের সরকারকে বলে বিল আনুন। সিপিএম কংগ্রেসের উচিত, সেই বিলকে সমর্থন করা। একের পর এক ঘটনার পরেও দেশে চারিদিকে এই ঘটনা ঘটবে, মানুষ জানে বিচার দীর্ঘ, তাতে ছাড়াও পাওয়া যাবে।’

সাংসদ বলেন, ‘রাত নটার পর যেকেউ কেন হাসপাতালে ঢুকবে! জুনিয়র ডাক্তারদের নিরাপত্তা যাঁরা আছেন তাঁদের সংযত ও অ্যালার্ট থাকতে হবে। কেন হাসপাতালে অবাধ ঘোরাফেরা হবে।’

আরজিকর ইস্যুতেও নাম জড়ালো সিভিক ভলান্টিয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ না হয়েও পুলিশ বাহিনীরই অংশ হয়ে গিয়েছে রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়াররা। এই নিয়ে বিরোধীরা বারবার সরব হয়েছে রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু ছবিতে বদল আসেনি। রাজ্য সরকার সিভিক ভলান্টিয়ারদের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। সেই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা। বাড়ানো হচ্ছে তাঁদের বেতনও। তারপরও একশ্রেণির সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। আর জি কর কাণ্ডে নতুন করে সেই অস্বস্তি আবারও সামনে চলে এসেছে।

আর জি কর কাণ্ডের ধৃত সঞ্জয় রায় নাকি কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার, এমন তথ্য উঠে আসছিল তার গ্রেফতারির পর থেকেই। সেই তথ্য যে ভুল এমন কথা কিন্তু বলেননি কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল। সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল সঞ্জয় সিভিক ভলান্টিয়ার কিনা। সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি বিনীত। তবে নাও বলেননি। খালি জানান, ‘ওর একটাই পরিচয়, ক্রিমিন্যাল।’

বস্তুত বাংলার বুকে পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে যেভাবে সিভিক ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে, সারা দেশে তার দ্বিতীয়টি কোনও রাজ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। সিভিক ভলান্টিয়ারদের পদ তৈরি হওয়ার পরে বহু যুবক-যুবতীর সেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে এটা ঠিক কথা। কিন্তু সিভিক ভলান্টিয়ারদের একশ্রেণির কার্যকলাপ বার বার অস্বস্তিতে ফেলছে রাজ্য সরকারকে। কারও বিরুদ্ধে উঠছে মস্তানির অভিযোগ, কারও বিরুদ্ধে উঠছে তোলাবাজির অভিযোগ, কারও বিরুদ্ধে উঠছে জমি-বাড়ি দখলের অভিযোগ, কেউ কেউ তো চুরি-ডাকাতি-অপহরণের ঘটনার সঙ্গেও জড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি খুন ধর্ষণের মতোও অভিযোগ উঠছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে। আর পথচলতি সাধারণ মানুষকে হেনস্থা থেকে তাঁদের মারধরের তো গুচ্ছের অভিযোগ ওঠে নিত্যদিনই। যদিও আর জি করের ঘটনা সেই সব নৃশংসতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এখন নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠছে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের ঠিক মতো ব্যবহারই করছে না পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত বছরের মার্চ মাসে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া যাবে না। তা নিয়ে রীতিমত সার্কুলারও জারি হয়েছিল। কিন্তু ছবি বদলায়নি। সিভিক ভলান্টিয়াররা কী কাজ করতে পারবেন বা তাঁদের কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া যাবে, এসব নিয়েই বিস্তারিত একটি গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনেই গতবছর মার্চ মাসে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য গাইডলাইন জারি করে রাজ্য সরকার। সেই গাইডলাইনে বলা হয়েছিল, আইনশৃঙ্খলাজনিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা যাবে না। তাঁরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের কর্মীদের সহায়তা করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন উৎসবের সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাঁদের কাজে লাগানো যাবে। এছাড়াও রাস্তার ধারের বেআইনি পার্কিং রুখতেও নজরদারি চালাতে পারবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই সব কাজের বাইরেও সিভিকদের দিয়ে এমন কিছু কাজ করানো হচ্ছে যা সমস্যা কমানো অপেক্ষা বাড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশ আধিকারিকদের এই সিভিকদের প্রতি মদত থাকার সুবাদে একশ্রেণি সিভিক ভলান্টিয়ার যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। আর সেই সঙ্গে মুখ পোড়াচ্ছে রাজ্য সরকারেরও।

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে এমনটাই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতাতেও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয় এদিন। কারণ, সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা ফের বাংলায়। এই অক্ষরেখা ফিরোজপুর, রোহতক, ওরাই, চুর্ক, জামশেদপুর, দিঘা হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত সরে ঝাড়খণ্ডের উপর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রবি ও সোমবারে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে এবং বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাগুলিতে। বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ওয়াইড স্প্রেইড রেইনের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। রবিবারের পর বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।

রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং অসমে রয়েছে আরও ঘূর্ণাবর্ত। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া জেলায়। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। নীচের দিকের জেলা মালদহ ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এই তিন জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

রবিবার বৃষ্টি একটু বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। শনিবার মূলত আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল।

সেনা কনভয়ে হামলায় চার জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ, মাথার দাম ২০ লক্ষ

শ্রীনগর, ১০ অগস্ট: কাঠুয়ার সেনা কনভয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত চার জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করা হল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে খবর দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার কথা ও ঘোষণা করা হয়েছে পুলিশের তরফে।গত ৮ জুলাই কাঠুয়া জেলার সদর ১৫০ কিলোমিটার দূরে মাচেদি এলাকায় সেনা কনভয় লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা। ওই ঘটনায় পাঁচ জন জওয়ান নিহত হন। গুরুতর আহত হন আরও ছয় জওয়ান। পুলিশের দাবি, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এসে ওই হামলা চালিয়েছিল। সেনা কনভয়ে হামলা করতো ব্যবহার করেছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রেনেড, যা আমেরিকায় তৈরি।

একইসঙ্গে, সেনা জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এম৪ কার্বাইন রাইফেল ব্যবহার করেছিল জঙ্গিরা।

বাজারে টাটা Curvv.ev র আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা মোটরস এবার বাজারে নিয়ে এল Curvv.ev। যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭.৪৯ লাখ। দু'ধরনের ব্যাটারি প্যাকেজ রাখা হয়েছে গাড়িটিতে। ৪৫ kWh ব্যাটারির জন্য ১৭.৪৯ লাখ এবং ৫৫ kWh ব্যাটারির জন্য ১৯.২৫ লাখে লঞ্চ করা হয়েছে Curvv.ev। ৫৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মাইলেজ দেবে গাড়িটি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নির্মিত গাড়িটি একটি প্রিমিয়াম ডিফারেনিয়েটেড ডিজাইন প্রবর্তন করে। উন্নত ইভি আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রিয় গাড়ি পেতে হলে ১২ই আগস্ট থেকে বুকিং করতে পারবেন গ্রাহকরা। ২৩শে আগস্ট থেকে শুরু হবে ডেলিভারি। ৫৫ kWh এর জন্য এক চার্জে ৫৮৫ কিমি এবং ৪৫ kWh এর জন্য ৫০২ কিমি ডাইভিং করা যাবে। ২টি পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ১টি ডিজেল ইঞ্জিন বিকল্প ক্ষমতা সম্পন্ন এই Tata Curvv। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাইপেরিয়ন গ্যাসোলিন ডাইরেক্ট ইনজেকশন ইঞ্জিন এই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে দ্রুত গতিতে ছুটবে গাড়িটি।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৪ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

আরজিকর হাসপাতালে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে মমবাতি মিছিল করল বিজেপি।

আরজিকর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

গোটা রাজ্যের ছাত্র সমাজকে রাস্তায় নামার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্য মৃত্যু কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মতে 'রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে হস্তান্তর করা।'

এদিন সরকারি স্তরে ঘটনার তদন্তে 'গঠিত তদন্ত কমিটি'কেও নিশানা করেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট বলেন, 'শারীরিক নির্যাতন করে তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে খুন করা হয়েছে। ধর্ষণের সম্ভাবনার বিষয়টিও সামনে আসছে।' পাশাপাশি এও বলেন, 'কলকাতার বুকে নাম করা মেডিক্যাল কলেজে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। এই ঘটনা তার চূড়ান্ত রূপ। আমি গোটা

রাজ্যের ছাত্র সমাজকে বলব মাঠে নামতে। প্রয়োজনে পতাকা ছাড়া নামুন।' একইসঙ্গে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল এবং বিরোধী দলনেতা আপনাদের পাশে আছে বলেও মন্তব্য করতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। এদিকে যদি রাজ্য সরকার এই ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে না দেয় তাহলে পরিবারকে শুভেন্দু অধিকারীর পরামর্শ, 'আপনারা আদালতের দ্বারস্থ হন। আপনাদের পাশে থাকব।'

প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। চেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্ট গ্রাজুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিল ওই ছাত্রী। ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুম থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পাশেই পড়েছিল মোবাইল, ল্যাপটপ, ব্যাগও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেহ মাটিতে পড়ে ছিল। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা ওই পড়ুয়ার দেহের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। পরনের পোশাকও খুবই অল্প ছিল। পরিবারের অভিযোগ, ধর্ষণের পরে খুন করা হয়েছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১১ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। ডিন অব স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার বুলবুল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। পুলিশের তরফেও ঘটনার তদন্তে গঠন করা হয়েছে সিট।

আরজি কর হাসপাতালের 'অ্যানেক্স বিল্ডিং' তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-এ ডাক্তারি ছাত্রীর নৃশংস পরিণতির জের। বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে আরজি কর হাসপাতালের 'অ্যানেক্স বিল্ডিং' তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ওই বিল্ডিংয়ের একটা ফ্লোর নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর স্মৃতিতে তৈরি করা হবে। যেহেতু নির্যাতিতার নাম সামনে আনা যায় না, তাই কী নামে হবে সেটা আলোচনা করে ঠিক করা হবে। নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের পর শনিবার নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতার মেয়র, স্বাস্থ্য সচিব, পুলিশ কমিশনার সহ-পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্য সচিবের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ওই বৈঠকেই বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে আরজি কর হাসপাতালের 'অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের জন্য জমি দেওয়ার বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শহরের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা কীভাবে

আরও বাড়ানো যায় সেই নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও, বৈঠক শেষে সরকারিভাবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। তবে বৈঠকের পরেই বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো পরিদর্শন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

অন্যদিকে এও জানা গিয়েছে, নবান্নের বৈঠকে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। হাসপাতালের প্রতিটি ঢোকা-বেরোনোর গেটে সিসিটিভি বাড়ানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি গোটা হাসপাতাল মুড়ে দেওয়া হবে সিসিটিভি ক্যামেরায়। একই সঙ্গে, হাসপাতালের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তা কর্মীও বাড়ানো হবে। জুনিয়র ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আলোচনা হয়েছে।

তরুণী চিকিৎসক-পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবি তোলা হয়েছে। তবে আপাতত তাকে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন শিয়ালদা আদালতের বিচারক। এই পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার নবান্নের বৈঠকে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার চেয়ে হাসপাতালে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি তরুণী চিকিৎসকের পরিজনদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতা আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও তাতে খুশি নন মৃতের পরিবার-পরিজনরা। শনিবারও ঘোলার সোদপুর নাটাগড় অম্বিকা মুখার্জি রোডের বাসিন্দারা পাড়ার মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন। মৃতার আত্মীয়-পরিজনরা এদিন দাবি করেন, 'যাকে ধরা হয়েছে। সেটা সাজানো।' আত্মীয়-পরিজনদের আরও দাবি, ঘটনার দিন রাতে যারা ডিউটি করেছিলেন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হোক। কিন্তু মূল অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করা হলে তাঁরা আর জি কর হাসপাতালের সামনে ধর্নায় বসবেন।

এদিন তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন দমদম কেন্দ্রের সাংসদ সৌগত রায় ও রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা খড়দা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। পুলিশ একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তারও করেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।'

অপরদিকে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেদনাদায়ক ঘটনা। মেয়েটিকে বীভৎসভাবে খুন করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এই ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে না। যদিও তদন্তে মৃতার পরিবারের দিদির প্রতি আস্থা আছে।' তাঁর দাবি, একজনের পক্ষে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। এদিন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ ও যুব নেতা জয় সাহা মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবির পাশাপাশি সিবিআই তদন্তেরও দাবি করলেন।

আরজি কর হাসপাতালে ধৃত সঞ্জয়ের গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময় যত যাচ্ছে ততই আরজি কর কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া সঞ্জয় রায়কে নিয়ে বাড়ছে রহস্য। সূত্রে খবর, হাসপাতালের সরাসরিভাবে যুক্ত না হলেও আরজি করের আনাচে-কানাচে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। সঞ্জয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই এড়িয়ে যেতে চাইছেন কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁকে চেনেন কিনা প্রশ্ন উঠতেই পড়ছেন অস্বস্তিতে।

তবে আরজি করের ছাত্রদের একাংশ জানান, ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ওয়েলফেয়ারের কাজ করতেন। রোগী ভর্তিতে কোনও অসুবিধা বা অন্য কোনও সমস্যার দ্রুত সমাধানও করে দিতেন। আর এখানেই উঠছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। সরাসরি হাসপাতালের কর্মী না হয়েও প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের মতো এলাকায় কীভাবে পৌঁছালেন তিনি? ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তে নেমে রাতেই ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। সকালে গ্রেফতার। সূত্রের খবর, রাতে প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ের কাছ থেকে তাঁকে ধরেছিল পুলিশ। কিন্তু, তিনি হাসপাতালের ভিতরের কর্মী না হয়েও সেখানে পৌঁছালেন কী করে সেই প্রশ্ন উঠছে নানা মহল থেকে। যা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদেরও।

কলকাতার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি মোকাবিলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার শুরুতেই ডেঙ্গির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে কলকাতা পৌরসভা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কোন বাড়িতে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শনিবার সকাল থেকে কলকাতা পৌরসভার ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণী সহ বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়। কোথাও টবে জল জমিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারো জ্বর হয়েছে কিনা তারও খোঁজ নেন। পুর কর্মীদের এই কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্যকর্মীরা মাইক প্রচারের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে ডেঙ্গি নিয়ে নানা সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন।

খুনের মোটিভ পরিষ্কার নয়, তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় দাবি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। শনিবার বিকেলে মৃত চিকিৎসকের ঘোলার অম্বিকা মুখার্জি রোডের বাড়িতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল ও বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করলেন, খুনের মোটিভ পরিষ্কার নয়। সিভিক ভলান্টিয়ারের মোটিভ কি ছিল, তা তারা বুঝতে পারছেন না। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাটিকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পেয়ে পুলিশ নড়েচড়ে বসে।

তাঁর দাবি, পুলিশ প্রথমে বলেছিল ওটা আত্মহত্যার ঘটনা। পরবর্তীতে সেই পুলিশ বলছে ওটা খুনের ঘটনা। তিনি বলেন, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে একজন ইন্টার্নকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী। উনি ঠিক করুক সিবিআই তদন্ত করবেন কি করবেন না।' এদিন মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ও বাম যুব নেত্রী দীপ্সিতা ধর। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী দাবি করেন, 'নির্ভয়া কিংবা কামদুনির চেয়ে এটা কোনওভাবেই ছোট ঘটনা নয়।' তাঁর অভিযোগ, পুলিশ প্রথমে গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। তাঁর দাবি, যারা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন। তারা অপরাধী। তবে অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ছেলে এমন করেছে মানতে রাজি নন মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে ডাক্তার পড়ুয়া ছাত্রীর নৃশংস পরিণতিতে উত্তাল শহর থেকে রাজ্য। গর্জে উঠেছে সর্ব স্তরের মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠেছে তীব্র প্রতিবাদ। এই আবহে একজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের এসআইটি। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন ধৃত। এদিকে ধৃতের পরিবার ধৃত সঞ্জয় সম্পর্কে জানাচ্ছে, তাঁরা একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। ধৃতের মা জানান, 'আমার ছেলে পুলিশের কাজ করত। সকলেই জানে। পুলিশের কি আর কোনও মর্যাদা আছে? পুলিশকে জুতো মেরে দেয়। লাগাতার সকলে পুলিশকে অপমান করে যায়।' একইসঙ্গে এও বলেন, বেশ কয়েক মাস আগে ছেলে সঞ্জয় বাড়িতে এসেছিল। তিনি বিশ্বাস করেন না তাঁর ছেলে এমনটা করতে পারে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করে সঞ্জয়ের মা জানান, 'আমাকে এটা জানতে হবে। এত বড় একটা ঘটনা। আমি একা, কেউ আমার সঙ্গে নেই। আমার ছেলেও একা।'

ধৃতের মা আরও বলেন, এক সময় বাড়িতে চার মেয়ে, এক ছেলে, স্বামী এবং তিনি থাকতেন। ছেলের বিয়েও হয়েছিল। বউমা মারাও যান। তবে বউমা ক্যান্সারের রোগী ছিলেন বলে দাবি ধৃতের মায়ের। এর পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'একটা বিধবা মায়ের জীবন কোনও রকমে চলে যাচ্ছে। ছেলেটাকে নিয়ে এসব চলছে। ছেলেটা তো এতদিন বাড়িতেও আসেনি। মেয়েরা খরচ চালায় আমার।'

এদিকে ধৃত সঞ্জয় সম্পর্কে প্রতিবেশীরা জানান, গত ২ বছর বাড়িতে দেখা যায়নি সঞ্জয়কে। সঙ্গে এও জানান, 'ছেলে একেবারেই ভাল নয়। তবে যা করত বাইরে করত। পাঁচটা বিয়ে করেছে। কেউ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কাউকে নিয়ে আসছে। এটাই বাস্তব ঘটনা।'

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন সরকারি হাসপাতালের নার্সরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এ প্রথম কলকাতার রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের নার্সরা। সেই কারণে বাধ্যতামূলক ভাবে তাঁদের তিন দিন কুচকাওয়াজের মহড়ায় অংশ নিতে হবে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, নার্সের অভাবে একদিকে যখন হাসপাতালে ঠিকমতো পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না, স্টাফ কম থাকায় নার্সরা যখন ঠিকমতো ছুটি পাচ্ছেন না, তখন এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

এদিকে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার জন্য মোট ৬৬ জন নার্সের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তাতে সাধারণ নার্সিং স্টাফ ছাড়াও জয়েন্ট নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি নার্সিং সুপারিন্টেডেন্ট, হেলথ সুপারভাইজার পদমর্যাদার নার্সরাও রয়েছেন। মহিলা এবং পুরুষ দু'ধরনের নার্সকেই কুচকাওয়াজের জন্য বাছা হয়েছে। এদের সিংহভাগই এসএসকেএম, মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস, ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াট্রি এবং ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে কাজ করেন। শুক্রবার থেকে তাঁদের রিহার্সাল শুরু হয়েছে। আগামী ১০ এবং ১৩ তারিখেও এই মহড়া চলবে। শনিবার যাঁদের কুচকাওয়াজের রিহার্সাল ছিল তাঁদের ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এসএসকেএমের ওএসডি তথা প্রাক্তন নার্সিং সুপারিন্টেডেন্টের কাছে রিপোর্ট করতে হয়।

সরকারি হাসপাতালের নার্সরা যে ইউনিফর্ম পরে ডিউটি করেন একই পোশাকে তাঁদের কুচকাওয়াজের রিহার্সালে আসতে হবে। নার্সদের সংগঠন নার্সেস ইউনিটির সম্পাদক ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অনেক সরকারি হাসপাতালে ৫০-৬০ শতাংশ নার্সিং স্টাফ কম রয়েছেন। সেজন্য নার্সদের সহজে ছুটি দিতে চায় না কর্তৃপক্ষ। নার্সের অভাবে হাসপাতালে ঠিকমতো পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। তখন নার্সদের দিয়ে কুচকাওয়াজে হাঁটানোর কোনও মানে হয় না।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'কে কী বললো তা দিয়ে তো সরকার চলবে না। আমি এসব নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার ব্যাখ্যা, 'বিভিন্ন সরকারি দপ্তর স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। স্বাস্থ্য দফতর থেকেও ট্যাবলো থাকে। নার্সরা স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা অঙ্গ। তাই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তুলে ধরার জন্য এবার আমরা নার্সদের কুচকাওয়াজে সামিল করাচ্ছি। এতে তাঁদের গরিমা বাড়াবে।'

'আমার মেয়েও ডাক্তার', আরজি করের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে পিজিটি ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উদ্বেগের সুর রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলাতেও।

পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মেয়েও ডাক্তার। আমার মেয়েকেও নাইট ডিউটি করতে হাসপাতালে যেতে হয়। শুধু আমার মেয়ের জন্য নয়। প্রতিটি মেয়ে ডাক্তারেরই আমি বাবা। এই ঘটনায় আমি খুব উদ্বিগ্ন। যা ঘটেছে তা অসহনীয়। আমিও খুব চিন্তায় রয়েছি। আমি বিশ্বাস করি মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে অপোরাধীদের।'

প্রসঙ্গত, আরজিকর হাসপাতালের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় এক ডাক্তারি পড়ুয়ার দেহ। এই ঘটনায় ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু হয়েছে। চলছে তদন্ত।

ফিরহাদ বলেন, 'কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। নৃশংস ঘটনা। এই চিকিৎসকরা আমাদের প্রাণ বাঁচান। তাঁকে এভাবে নৃশংসভাবে খুন হতে হল। কড়া আইনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। কোনও অভিযুক্ত ছাড় পাবে না। তবে কিছুতেই মন থেকে এটা মানতে পারছি না।'

এর পাশাপাশি ফিরহাদ এদিন এও বলেন, 'তদন্ত চলছে। কিন্তু নিরীহ রোগীদের যেন ভুগতে না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। যে কোনও অপরাধকেই শক্ত হাতে দমন করা হবে।'

রোদের দেখা নেই, কপালে চিন্তার ভাঁজ মৃৎ শিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আবহাওয়া প্রতিকূল। কখনও আকাশের মুখ ভার, আবার কখনও আকাশে ঝলমলে রোদ। প্রখর রোদের দেখা না মেলায় সমস্যায় পড়েছেন মৃৎ শিল্পীরা। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। সাতদিন বাদেই মনসা পুজো। তারপর গণেশ ও বিশ্বকর্মা পুজো। স্বভাবতই মৃৎ শিল্পীদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। কিন্তু একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎ শিল্পীরা। বৃষ্টিতে কিভাবে ঠাকুর ডেলিভারি দেবেন, তা নিয়ে বেশ চিন্তায় প্রতিমা শিল্পীরা। রোদের তেমন দেখা না মেলায় প্রতিমার গায়ের মাটি শুকোতে শিল্পীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কাঁচা অবস্থায় রঙ চাপালে প্রতিমার জৌলুস হারাবে। বৃষ্টি না কমলে প্রতিমার গায়ের মাটি শুকোতে হিটার কিংবা ব্লু ল্যাম্প ব্যবহার ছাড়া শিল্পীদের কোনও উপায় নেই। সেক্ষেত্রে আবার বিদ্যুতের খরচও বাড়বে।

শ্যামনগর টালিখোলার বাসিন্দা প্রবীণ মৃৎ শিল্পী বাঘাযতীন সরকার বলেন, 'সাতদিন বাদেই মনসা পুজো। তারপর গণেশ ও বিশ্বকর্মা পুজো। দু'মাস বাদে দুর্গাপুজো। কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল। টানা বৃষ্টি

হচ্ছে। প্রতিমা রোদে শুকোতে তাদের সমস্যা হচ্ছে।' তাঁর আক্ষেপ, বাঁশ, মাটি, রঙ-সহ নানান উপকরণের দাম বেড়েছে। সেই তুলনায় প্রতিমার দাম কিন্তু বাড়ছে না। তবে শুধুমাত্র মৃৎ শিল্পীরা নয়, টানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছেন মন্ডপ শিল্পীরাও। শ্যামনগরের বাসিন্দা অভিজ্ঞ মন্ডপ শিল্পী শিবু সরকার বলেন, 'বৃষ্টিতে যেমন মৃৎ শিল্পীরা সমস্যায় পড়েন। তেমনি তাঁরাও সমস্যায় পড়েন। বাঁশে জল পড়লে পিচ্ছিল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পা পিছলে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া পুরানো বাঁশ নিয়ে কাজ করলে ভেঙে যাওয়ার একটা সম্ভবনা থাকে। তবে টানা বৃষ্টিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাদের কাজ করতে হয়।'

সম্পাদকীয়

এ রাজ্যে আর কবে বামপন্থী মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হবেন?

সংবাদমাধ্যমে দেখছি পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন ঘটছে না। তা ছাড়া এ রাজ্যে ভোটের মধ্যে থাকে প্রচণ্ড হিংসা এবং অলঙ্ঘনীয় কারচুপি। এই সব মেনেই নির্বাচনে লড়াই করতে হয়। ভাল কর্মী বামপন্থী দলের সম্পদ, কিন্তু ভোটের ময়দানে এঁরা শুধু দর্শক। এই বাস্তব বামপন্থীরা ধরতে পারছেন না। বদলে-যাওয়া অবস্থার মোকাবিলা কী ভাবে ওঁরা করবেন, জানেন না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মেলা, মন্দির, মসজিদের বাড়বাড়ন্তের সামনে বামপন্থীরা বিহ্বল। না পারছেন গ্রহণ করতে, না এড়িয়ে যেতে। দেশ, জাতি আর ধর্ম নিয়ে বড়াই করে মিথ্যে প্রচার চলছে। এ ক্ষেত্রে বামপন্থীদের কিছু বলার নেই। যা-ই বলতে যাবেন, তা বিশ্বাস করানো শক্ত। এখানেই ফ্যাসিবাদের জয়ের মন্ত্র বেজে চলেছে। 'মুসলমান জনসংখ্যা ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের জন্যেই আমরা চাকরি পাই না...' বলে যারা বার্তা পাঠাচ্ছে তারা তো বামপন্থী নয়। তারা ধর্মদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদী, ছদ্মবেশী বামপন্থী হতেও পারে। সোভিয়েট-সহ পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয় মার্ক্সবাদী দর্শনের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, তার অভিঘাতে যুবশক্তি সাম্যবাদে বিশ্বাস হারাচ্ছে। চিনের সমাজতন্ত্র ব্যবসার অপর নাম, বাণিজ্যে পুঁজিবাদী দেশকেও তারা পিছনে ফেলে দিয়েছে। ভোগবাদ, বিশ্বায়ন ইত্যাদির প্রলোভনে কে না ভাববে যে, সবার জন্য বিশ্বের উন্নত দেশের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে? আসলে কিছু উচ্চশিক্ষিত মানুষ ছাড়া সে সুযোগ কেউ পাচ্ছে না। উন্নত দেশগুলো এখন আর তেমন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছে না। দেশের চরম সঙ্কটেও আমাদের দেশের সাম্যবাদীরা ঐক্য গড়তে পারছে না। বহু উপদলে বিভক্ত, তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে বিভ্রান্ত মানুষরা এক অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁদের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না, এ কথা বলা যায় না। এক দিকে ধর্মীয় জাগরণের ডাক, অন্য দিকে একনায়করাজ কায়েম করে কিছু সুবিধে বিলিয়ে টিকে থাকার দৌরাত্ম্য। আর কবে বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হবেন?

শব্দবাণ-১৩

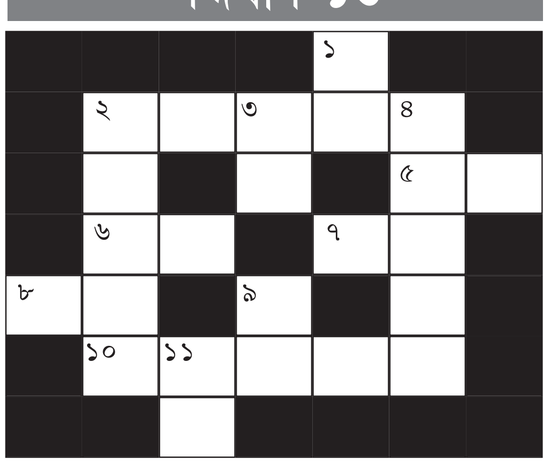

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সাজা, শাস্তি ৫. এটা খেয়ে হজম করা কঠিন ৬. উগ্র ৭. স্বর্গের অধিবাসী পুরুষদেবতা ৮. আমোদ, কৌতুক ১০. পদবিবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অমৃত ২. স্বভাবজাত, স্বাভাবিক ৩. মুসলমান মহিলা ৪.পাহারাওয়ালা ৯. জামার হাতা ১১. শোণিত।

সমাধান: শব্দবাণ-১২

পাশাপাশি: ১. আদান ৩. পাঠক ৫. শকুল ৬. বরুণ ৭. ফলিত ৯. গজল ১১. সামাল ১২. বরাত।

উপর-নীচ: ১. আবেশ ২. নকল ৩. পাটব ৪. করুণ ৭. ফলসা ৮. তবল ৯. গরব ১০. ললিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল শেট্টি

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল শেট্টির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট অভিনেতা রজতাভ দত্তের জন্মদিন।*

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা... হোস নে দিশেহারা

শান্তনু রায়

ফরাসীতে রচিত 'লা ট্রাহিসন ডেস ক্লার্কস' (বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা) পুস্তিকার(১৯২৭) জন্য সর্বাধিক পরিচিত ফরাসী দার্শনিক জুলিয়েন বেন্দা বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে বলেছেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা অধিবিদ্যার জোরে নিঃস্বার্থভাবে ন্যায় ও সত্যের নীতিতে অবিচল থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন দুর্বলকে রক্ষা করেন অন্যায় অত্যাচারী শাসনতন্ত্রের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করতে পারেন। এ পোড়া দেশের রবি ঠাকুরও তো বলেছেন — শিল্পী সাহিত্যিকের মনকে হতে হবে ব্যাপ্ত-কেবল নিজেরটুকু নিয়ে থাকা বা নিজের স্বার্থভাবনায় নিমজ্জিত থাকা নয়।

বুদ্ধিজীবীদের কোন দল থাকতে পারে না।তাঁদের নিজস্ব মতাদর্শ যাই হোক না কেন।তাঁরা হবেন মুক্ত চিন্তা স্বাধীন মননের অগ্রপথিক। তবে এদেশে আজ সাধারনভাবে শাসক-বিরোধী-আসলে বিভিন্ন শিবিরে বিভাজিত বৌদ্ধিক পরিসরে এসব কথা 'দাঁড়ায়ে বাহির দুয়ারে'-আছেন পরিযায়ীরাও। অনেকের স্মরনে থাকবে ২০১৯এ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগে নাসিরুদ্দিন শাহর নেতৃত্বে প্রায় ছ'শ জন শিল্পী ও বিশিষ্টজন এক যৌথ বিবৃতি দিয়ে বিজেপিকে ভোট না দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদে পন্ডিত যোগরাজ ও গোলাম মুস্তাফা খান সহ প্রায় ন'শ জন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবির বিবৃতিতে বিপ্রতীপ আবেদন ছিল। ফলত সেই থেকে আমরা-ওরার এক অদ্ভুত ন্যারেটিভের জন্ম নিয়েছে যা বিভ্রান্ত করছে প্রকৃত উদার ও সহিষ্ণু চিন্তনকে-এরাজ্যেও। এরাজ্যে আবার বৌদ্ধিক মহলের একাংশ সময় বিশেষে প্রতিবাদী, অন্যসময় শীতঘুমে-অন্য অংশ বিভিন্ন নামের মঞ্চকে ব্যবহার করলেও আসলে শাসকদলের তলপি বাহক হিসেবে কাজ করেন নিজের বিদ্বজ্জন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। জনসাধারন যাতে নির্ভয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে পরিবেশ সুনিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে নির্বাচনের আগে কিংবা নির্বাচন চলাকালীন কোন আহবান তো দূরস্থ- অন্তিম দফার ভোটের প্রাক্কালে ঘুরিয়ে রাজ্যেশাসক দলের অনুকুলেই প্রচারে নামলেন। ভোট পরবর্তী বীভৎস হিংসার একাধিক ঘটনায় ঘটলেও এঁরা নীরব।

রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনী 'ঐতিহ্য' অনুসারে যথারীতি মারদাঙ্গা বোমাবাজি রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটিয়ে গণতন্ত্রের 'উৎসব'সমাপ্ত হলে হয়ত ভাবের আদানপ্রদানের সাথে ভবিষ্যত দায়িত্ব বুঝে নিতে শাসকের আহুত চা-চক্রে হালে 'অনুপ্রাণিত'জন সহ বিদ্বজ্জনদের একাংশের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে সাধারনের বুকে গুঞ্জরিত আক্ষেপ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক বিখ্যাত কবিতার অনুসরনে 'কড়া নাড়ে' এভাবে — 'বুদ্ধিজীবী কোথায় আছো?' যার অনুরণনের অন্য অভিপ্রকাশ হয়ত নেট মাধ্যমে প্রকাশিত কবিতার পংক্তিদ্বয়ে-বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী তোমার বিবেক আছে?/আমজনতা মরলে পরে মন পোড়ে তার আঁচে? (বুদ্ধিজীবী — সুদীপ্ত বিশ্বাস)।

প্রসঙ্গত রাজ্যের বিভিন্ন গুরুতর অন্যায় অবিচার ঘটনায় বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াহীনতাজনিত সমালোচনায় ক্ষুব্ধ এক বিশিষ্ট নাট্যকার আত্মপক্ষ সমর্থনে মাস কয় আগে এক দৈনিকে (ঐ 'বাজারি' দৈনিকে একদা নিজগোষ্ঠীর নাটকের পরবর্তী অভিনয়ের সংবাদ বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ না হওয়া জ্ঞাপনে নিজের প্রতিবাদী ভাবমূর্তি প্রদর্শনে সদা যত্নবান নাট্যকারের দেহভাষায় প্রকাশ পেত এক আত্মশ্লাঘা) নিজেদেরকে 'সরব' বুদ্ধিজীবী দাবি করে 'হিসাব কষেই এক গোত্রে ফেলা হচ্ছে সরব ও নীরব নাগরিককে' জাতীয় অনুযোগ তুলেছিলেন এই কারণে যে একেবারে নীরব বুদ্ধিজীবীদের সাথে মাঝমধ্যে 'সরব' কতিপয় মাননীয় বুদ্ধিজীবীদেরও একই বন্ধনীতে রেখে বিচার করা নাকি ঘোরতর অন্যায় এবং তা উদ্দেশ্যমূলকও বটে।কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভেবেচিন্তেই করা এই অতিসরলীকৃত অনুযোগের মাধ্যমে বাছাই করা প্রতিবাদে সরব হওয়া বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশের প্রতি সমাজ মাধ্যমে কিছু কটাক্ষের প্রেক্ষিতে নিজেকে এবং সমগোত্রীয়দের বাঁচানোর সে কৌশলী প্রয়াসেও কিন্তু অনুক্ত ছিল মাঝেমধ্যে 'সরব' হওয়ার/না হওয়ার হিসেবটি। তবে ঐ অনুযোগের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বের বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে।

'বুদ্ধিজীবী' বা 'সুশীল সমাজ' এর প্রতিনিধিরাও সহনাগরিক, অন্য গ্রহের বাসিন্দা নন,যদিও হয়ত গড়পড়তা সাধারণ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার দাবি রাখেন-বিদ্যা বুদ্ধি মেধায় চিন্তা ভাবনায়,সামাজিক অবস্থানে 'সমানদের মধ্যে প্রথম'। এবং এই বিশেষ সামাজিক অবস্থানটি এবং এর সাথে জড়িত সম্মান সমাদর সাধারনের সমীহ তাঁরা সগর্বে ও সযত্নে উপভোগ করেনও। কিন্তু বিপন্ন সময়ে নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী অপ্রিয় সত্য উচ্চারণে পরাম্মুখিনতায় গা বাঁচিয়ে চলার কৌশল হিসেবে নৈঃশব্দের অবগুণ্ঠনে তাঁদের অবস্থানেই প্রশ্ন ওঠে- স্বাভাবিক কারণেই।যেমনটি ঘটছে সাম্প্রতিক সময়ে বাছাই প্রতিবাদে অভ্যস্ত বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের সচেতন নির্বিকারত্বে এবং প্রতিক্রিয়াহীনতায় — বারংবার প্রশ্ন উঠেছে সংবাদপত্রে এবং সমাজমাধ্যমেও- বাছাই প্রতিবাদের প্রবণতার বিপদ সম্বন্ধে,প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও। তবু কেউ (অপ)যুক্তি দেখাতেপারেন-সবক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া জানাতেই হবে এমন তো বাধ্যতামূলক নয় বা আগে প্রতিবাদ করেছি বলে এখন কেন করতে হবে বা আমাকেই কেন সবক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানাতে হবে ইত্যাদি। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকরে নৈতিক ও সামাজিক দায় এড়ানো থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর লক্ষ্যে সমালোচনাকারীদের কণ্ঠরোধ করতে কুশলী প্রচেষ্টায় কখনো ভাসিয়ে দেওয়া হয় সহনাগরিকরা প্রতিবাদ করছেন কিনা কিংবা কৈফিয়ত চাইবার অধিকার না থাকার অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গও। বর্তমান বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী মহলের অস্বাভাবিক বিকারশূন্যতা এবং'আশংকা'য় নৈঃশব্দের আড়াল খোঁজার 'যৌক্তিকতা'র সমর্থনে দার্শনিক ডেভিড হিউমের 'বি স্টিল এ্যা ম্যান' বাক্যটিকেও ঢাল(অপব্যবহার)করে 'বুদ্ধিজীবীর কাজ সহজ নয়... তাঁরাও 'মানুষ' — নিজের এবং নিজের পরিবারের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা,তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার দায়িত্ব তো দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবীরও থেকে যায়'-গোছের আখ্যান নির্মানের (অপ)প্রয়াসও লক্ষ্যনীয় যা আসলে স্ববিরোধিতা বা দ্বিচারিতা গোপন করার এক ধরনের কুটকৌশলমাত্র প্রায়শ রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করা বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহল বোধকরি সচেতনভাবে বিস্মৃত কবির এ সম্পর্কিত বাণী; তেমনই 'লেখক শিল্পীদের কাজ আরো কিঞ্চিৎ বড়-মিথ্যেকে পরাস্ত করা'-সোলঝেনিতসিনের এবিধ প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণও এঁদের বিবেকে কষাঘাত করে না। আসলে গত এক/দেড় দশকে গঙ্গা দিয়ে বহে গেছে বিস্তর জল-ঘটে গেছে অবস্থা ও অবস্থান এর গুণগত পরিবর্তন-আপন স্বার্থের লক্ষ্যে অযাচিত আত্মসমর্পন আত্মবিপননও আজ অস্বাভাবিক নয় । একথাও অননুমেয় নয় যে ক্ষমতাধরদের অনুগ্রহ বা দাক্ষিন্য গ্রহন করলে প্রতিদান হিসাবে আনুগত্য জ্ঞাপনও এক দস্তুর-বর্তমান সময়ে হয়ত তা কিঞ্চিৎ খুল্লমখুল্লা।

কবি থেকে রাজ দরবারে সভাকবিতে 'উত্তরণ'-শাসকের কাব্যচর্চা বিস্বস্ত সহযোগী-পারিতোষিক প্রাপ্তি-মসৃন এই আবহে আত্মসম্মানের প্রশ্ন কিংবা 'তফাত শুধু শিরদাঁড়া'র এ বোধে প্রাণিত হওয়া হয়ত সাময়িকভাবে হলেও এক আহাম্মকি ঠেকে। আবার যোগ্য হিসেবে পদপ্রাপ্তি হলেও তা রক্ষা করতে, ক্ষমতার অলিন্দের নৈকট্যের খাতিরে মাঝে মধ্যে,নির্বাচনের প্রাক্কালে তো বটেই, লিখতে হয় ফরমায়েসি রচনা নিছক স্তাবকতায়। উল্লেখ্য কোন কবি যিনি পূর্ব আমলে সংস্কৃতিবান শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সময় বুঝে রং পালটে তিনি নিজ 'এলেম'এ নব্য ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তেও স্থান করে নেন 'সময়োচিত'ভূমিকা পালন করে। নিজের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে যে কবি একদা 'ধর্মের ত্রিশুলে কণ্ডোম পরানোর' মত দুঃসাহসী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন তিনি কোন অনুপ্রেরণায় কে জানে, হয়ে যান বাকহারা অন্তরালবর্তী; কশ্চিৎ দর্শন দেন-সরকারি অনুষ্ঠানে।

'বলেছিলুম কিনা আমার হাত শিকলে বাধাঁ থাকবে না' (কবির মৃত্যু) বধ্যভূমিতে গুলিতে হাত দীর্ণ হলেও কবির এ উক্তি চলতি সময়ে যেন বড় অবাস্তব ঠেকে যখন সততা বিশেষ গুণ নয় বা সৎ নাহওয়া লজ্জার নয় যেভূমে-শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়া 'খেলা'য় ।তবুও 'মানুষ থেকেই মানুষ আসে/বিরুদ্ধতায় ভিড় বাড়ায়/আমরা মানুষ তোমরা মানুষ/তফাত শুধু শিরদাঁড়া'-পংক্তি ক'টি কখনো হয়ত স্পর্শ করতে পেরেছিল এ বোধে যে এ নয় নিছক এক কবিতা মাত্র বা কাব্য রচনায় সৌখিন মজদুরি-অন্তরের গভীরে প্রতীতির আত্মপ্রজ্ঞাপনও।

একথা সত্য যে বুদ্ধিজীবীর কাজ সহজ নয়। শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিরাও রক্ত মাংসের মানুষ ও তাঁরা গজদন্তমিনারে বাস করেননা,তাঁদেরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়, এসত্য। সেকারণে 'বুদ্ধিজীবী' হওয়ার দরুন বিশিষ্টতার স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও তদজ্জনিত ক্ষমতার অলিন্দের সাথে অতিনৈকট্য ও আনুকুল্য পেয়েও তা হারানোর আশঙ্কায় হয়ত কোদালকে কোদাল বলতে কিঞ্চিৎ অধিক কঠিন ঠেকে। তবুও প্রশ্ন জাগে শিল্পীসাহিত্যিক আর বিশিষ্টরা কেন নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেবেন দলীয় রাজনৈতিক কর্মীর মত!

উল্লেখ্য প্রেসিডেন্সির দু'জন ছাত্রীর অস্বস্তিকর প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হয়ে মঞ্চত্যাগে উদ্যত অভ্যাগতকে প্রশমিত করে অবস্থা সামলানোর চেষ্টা করেও সফল না হওয়া অনুষ্ঠানের সঞ্চাল্িকাও সম্প্রতি 'অনুপ্রেরণা'য় শাসক দলে যোগদান করে রাজ্যসভার সদস্যও হওয়ার পর বলেছেন যে সন্দেশখালির ঘটনা জমিজমা নিয়ে স্থানীয় এক সাধারন সমস্যা মাত্র এবং কেন্দ্রীয় শাসকদল এ নিয়ে রাজনীতি করছে। পেশা থেকে অবসরের পর,নিজের কথায় 'কুলিং অফ' পর্ব কাটিয়ে, দলীয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া প্রথিতযশা এই সাংবাদিকের কাছে সন্দেশখালিতে এক সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিককে গ্রেফতারও যথার্থ মনে হয়েছে-হতেই পারে-এখন এই দস্তুর! তবে পরাধীন দেশের প্রেক্ষাপটে হলেও ১৯৪১ এ ইয়ং ইণ্ডিয়ায় পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর লেখা '... সংবাদের স্বাধীনতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার পরিচয় তখনই মিলিবে, যখন সংবাদমাধ্যম কোনও বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মন্তব্য করিতে পারে, এমনকি তাহার ভ্রান্ত প্রতিফলনও করিতে পারে' কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।উল্লেখ্য রিপোটার্স উইদাউট বর্ডারস এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের স্থান ২০২৩এ ১৬১তম এবং২০২৪এ ১৫৯তম থাকায় যে মহাজনেরা নিত্য কটাক্ষ করেন আশ্চর্য ও দূর্ভাগ্যের যে তাঁদের একবারও মনে হয়না এ রাজ্যেও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা যেভাবে ও যে মাত্রায় আক্রান্ত হতে হয়েছে তারও অবদান আছে সম্মিলিত ঐ সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানে।

রাজ্যে পরিবর্তনের আন্দোলনে অনেক বিদ্বজনেরাও সামিল হওয়ায় সম্ভাবনা জেগেছিল এক সক্রিয় সুশীল সমাজ গড়ে ওঠার। কিন্তু দূর্ভাগ্য তা আর হয়ে উঠল না 'পরিবর্তনে'র পর তাঁদের একাংশ -হয়ত আপন ভবিষ্যতের হিসেব কষে-শাসকদলে যোগ দিয়ে ক্রমে দলীয় নেতা হয়ে ওঠায়। কিন্তু বাকীরা?মতাদর্শ বা অন্য কোন কারণেই হোক বাছাই প্রতিবাদে সক্রিয় তাঁদের ভুমিকাও কি সমালোচনার উর্ধে?

এ এতো স্বাভাবিক যে যাঁরা কোনও ঘটনায় কখনও প্রতিবাদ করেননি, সাধারণত কিছুতেই তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না তাঁদের অপেক্ষা যাঁরা 'সরব' বলে দাবি করেন তাঁদের কাছেই প্রত্যাশা থাকবে বেশি এবং অবশ্যই সমদর্শিতা ও স্পষ্টবাদিতার।

'পরিবর্তনে'র রাজনীতির প্রতি আনুগত্যের বেড়াজালে কোন শিল্পী বা বিশিষ্টজনের লজ্জাহীন বিবেকবর্জনে পার্ক ট্রীট, কামদুনি,হাঁসখালি গণধর্ষণ কিংবা বগটুই গণহত্যা এবং দূর্নীতিকাণ্ডেও হিরন্ময় নীরবতা পালন অথচ কেবল হাথরস উন্নাও কিংবা মনিপুরের ঘটনা প্রায়শ 'সজল' নয়নে উত্থাপন ও সচেতন অশ্রুপাত প্রদর্শন্রে 'সরবতা' নিয়ে প্রশ্ন বা ক্ষোভ জাগতেই পারে । উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবিধ আচরণ নিছক রাজনৈতিক কুম্ভীরাশ্রু প্রতিপন্ন হতে বাধ্য যদি পড়শির ঘরে কিংবা নিজ রাজ্যের কোন প্রান্তে নাবালিকা গণধর্ষণ বা বদ্ধঘরে পুড়িয়ে মারার মত দুষ্কর্ম ও হিংস্র হত্যালীলায়ও হৃদয়ে জাগে না সামান্যতম সহমর্মিতা, থাকা যায় নির্বিকার । যে রাজ্যে নারীরা সবচেয়ে নিরাপদ বলে দাবীকরা হয় সেই রাজ্যেরই তেভাগা আন্দোলনের আঁতুর ঘর নামে পরিচিত একদ্বীপে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে এবং স্নেহে শাসকদলের স্থানীয় মোড়লদের দীর্ঘদিন ধরে সাধারন মানুষের জমি জোর করে দখল তাঁদের উপর চালানো বিবিধ অত্যাচার নারীনির্যাতন ঘটনার বিরুদ্ধে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সেখানকার নির্যাতিতা মহিলাদের দিনের পর দিন ঝাঁটা লাঠি হাতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কিংবা গত মার্চে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মেঘালয়ে শ্রীহট্ট থেকে আসা উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রাম ইছামতীতে সিএএ বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনকারীদের দ্বারা একজন বাঙালিসহ দু'জন অজনজাতিকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারার মত নৃশংস ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতেও 'সরব'রাও নীরব প্রতিক্রিয়াহীন থাকলে এই সময়বিশেষে 'সরব' হওয়াদের সম্বন্ধে কি বার্তা যেতে পারে জনমানসে? সত্য, মেঘালয়ের ঐ ঘটনা যেমন স্থান পায়নি এরাজ্যের প্রায় কোন বাংলা দৈনিকেই (সর্বভারতীয় পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হলেও)। জিঘাংসার এমন কুৎসিৎ প্রকাশের সংবাদও রইলো 'অতি 'সচেতন' রাজ্য রাজনীতি বা সমাজ পরিসরের আলোচনার বাইরে তেমনই অনুপ্রেরণায় বশীভুত কিংবা বাছাই প্রতিবাদে 'সরব' হতে অভ্যস্ত বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহলেও — উল্লিখিত জনপদটি ভৌগলিক অবস্থানে মনিপুরের তুলনায় এ মহানগর থেকে বেশি দূরত্বে না হলেও। দূর্ভাগ্য, 'বাঙালির প্রাণ,বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন/এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান' গেয়ে ঘটাকরে 'রাজ্যদিবস' পালনের প্রায় পক্ষকাল আগে মেঘালয়ে বাঙালি বিদ্বেষের মর্মান্তিক নৃশংস বলি এক অতি সাধারন নিরীহ বঙ্গসন্তানের হননের ঐ ঘটনার নিন্দায় এ ভূমের কোন বিশিষ্ট জনের সামান্যতম প্রতিক্রিয়া কোন

শোকজ্ঞাপন নজরে আসেনি-হয়তো গাজার শরনার্থীদের জন্য অশ্রুপাতের পর অবসর মেলেনি একটু সমবেদনা জ্ঞাপনের স্বদেশের স্বভাষী গতাসু এইমানুষগুলোর পরিবারের জন্য! বরং হয়তো ঠাণ্ডাঘরে সান্ধ্যবিতর্কে অংশগ্রহণকারী বিদ্বজ্জনদের কারো বোধ হয়েছিল শরনার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্যের প্রেক্ষিতে প্রণীত সংশোধিত আইনটি লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে বলবৎ করার সরকারি ঘোষণাটি কেবলমাত্র ভোটের বাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে 'অন্তিমলগ্নের সম্ভাব্য পরামর্শ' অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসকের 'উগ্র দক্ষিণপন্থায় ফিরে আসা' কিনা সে পর্যালোচনাই জরুরি -এব্যাপারে একযুগ আগের এক সরকারি 'বামপন্থী' দলের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্যাস সহ সংশোধনীটির সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটটি লঘুভাবে পার্শ্বিকতায় নির্বাসন দিয়ে।

যাঁরা নিজেদের ভিন্ন ও 'সরব' বলে দাবি করেন তাঁরা কেন সময়বিশেষে সোচ্চার আবার কখনো শীতঘুমে-মতাদর্শগত পার্থক্যে,না রোষে পড়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য? 'সরব'দের এই 'হিসেব কষে'বাছাই প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া কি নীরবদের তুলনায় গৌরবের না দ্বিচারিতার নিদর্শন সে প্রশ্নও অসহিষ্ণুতায় প্রতি-আক্রমনে দাবিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য মরিচঝাঁপিতে একটি 'বামপন্থী' সরকারের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যৌথবিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যে বিশিষ্টজনেরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি সমর সেন বিনয় ঘোষ হেমাঙ্গ বিশ্বাস সহ অনেক ঘোষিত বামপন্থীরাও।এবিধ ঘটনা বর্তমানে একান্তই বিরল। তবুও পূর্বতন শাসনকালে স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছায় চুপ থাকা কেউবা অদ্ভুতভাবে আবার বর্তমানের অনৈতিক ঘটনাগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে প্রতিক্রিয়াহীন থাকার একটা সাফাই খোঁজার চেষ্টায় তৎকালীন বৌদ্ধিক নীরবতার অজুহাত দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন মরিচঝাঁপিরও কিন্তু এঁরা হয়ত অন্য এক সমীকরণে সচেতনভাবেই বিস্মৃত হন সে আমলেই এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তুষ্ট করতে সাহিত্যিকা তসলিমা নাসরিনকে এরাজ্য থেকে রাতারাতি বিতাড়ন।এ নিছক অজ্ঞতা না শঠতা-সাধারনের মনোযোগহীনতার সুযোগে? তবে তখনও শ্রদ্ধেয় অম্লান দত্ত শিবনারায়ন রায় প্রমুখ হাতে গোনা বিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র এক বিবৃতি দিয়ে ঐ বিতাড়নের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন যদিও সে সময়েও অনেকে জনান্তিকে বলতেন 'কি দরকার ঝামেলায় গিয়ে' ।হেতু অননুমেয় নয়।

হ্যাঁ ঝামেলা এড়াতেই হয়ত জ্ঞাপিত হয় 'এই দল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নানান দোষে পরিপূর্ণ হলেও ঐ দলের মতো সর্বগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তি নয়' জাতীয় রাজ্যের রূঢ় বাস্তবতার বিপ্রতীপ এক অলীক 'বামপন্থী' অভিমত এবং ছদ্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ধীরে ধীরে খুলে দূর্নীতিগ্রস্তদের হয়ে ওকালতি! একটি রেজিমেন্টেড মতাদর্শের অনুগামীদের কাছে কাম্য হয় না সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে মজবুত প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দলের ক্ষমতায় থাকা বা আসা-বরং দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নানান দোষে পরিপূর্ণ হলেও ঢিলেঢালা আদর্শগত ভিত্তি সুদৃঢ় নয় এমন দলই প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বা ক্ষমতায় আসলে তুলনামূলকভাবে তাদের সুবিধে-এ বুঝতে মহাকাশ বিজ্ঞান পাঠ করতে হয় না। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দল জেনেও 'প্রতিবাদী' দাবি করা বিশিষ্টজন কেন তাকে শংসা পত্র দিতে উদগ্রীব হবেন; দুর্নীতির মাধ্যমে 'ফ্যাসিবাদ' রোখা যায়? আর একালে 'ফ্যাসিস্ট' আলাদা করে চিহ্নিত শ্রেনী নয়; মুখোশপরা অনেকের মনের গভীর গোপনে এ রিপু সক্রিয়্, সাধারন অবস্থায় সচরাচর যার প্রকাশ ঘটে না।

প্রসঙ্গত অম্বিকেশ মহাপাত্র,প্রেসিডেন্সির ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ কিংবা কৃষক শিলাদিত্য চৌধুরীর ঘটনার কথা অনেকেই বিস্মৃত হননি। রূঢ় বাস্তব এও যে এই মহানগরী থেকে প্রকাশিত প্রথম সারির বাংলা দৈনিকের মধ্যে ক'টি পত্রিকায় শাসক দল ও রাজ্যসরকারের সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বা হতে পারে। কেবল কেন্দ্র নয় বিভিন্ন রাজ্যে শাসকরাও যে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে ভয়ের দুঃশাসন কায়েম করতে তৎপর-এ অভিমত এরকমই এক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনেও স্বীকৃত। সরকারি বিজ্ঞাপনের উপর ভীষনভাবে নির্ভরশীল ছোট ছোট সংবাদপত্রগুলির অবস্থা আরও করুণ। 'পজিটিভ খবর' প্রকাশ না করলে কিংবা 'নেগেটিভ' সংবাদ প্রকাশ করলে কি পরিণাম হতে পারে বছর দু'য়েক আগে এক প্রথম সারির বাংলা দৈনিকের জেলা সাংবাদিকের ওই মফস্বলে চোলাই মদের রমরমা সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশের পরবর্তী ঘটনাবলী। এ ছাড়াও প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে একটি সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করে ওদের সব নেগেটিভ প্রচার হেতু বিজ্ঞাপন না দেওয়ার এবং খবরের চ্যানেল না দেখে সিরিয়াল দেখার নিদান দিয়ে চেতাবনি ও বছর কয় আগে এক ইউটিউবার সংবাদ চ্যানেলের মালিককে সস্ত্রীক গ্রেফতারে পরিস্ফুট বার্তাটি এই-শাসকের কোন সমালোচনা নয়। সন্দেশখালি কাণ্ডেও সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াসে প্রথমে মিথ্যে অভিযোগে কোন একটি চ্যানেলের সাংবাদিককে গ্রেফতার করে ক'দিন আটকে রাখা এবং তারপর এক তুচ্ছ কারণে বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠীর চ্যানেলের কার্যকরী প্রধানকে নোটিশ পাঠানো,উভয় ক্ষেত্রেই রেহাই মেলে মহামান্য আদালতের আদেশে-এ কোন মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ? এরপরও কোন তাত্ত্বিকতায় বলা চলে এ আগ্রাসন,হয়ত পূর্বতন জামানার অপকর্মের অক্ষম অনুকরন, ফ্যাসিবাদী নয়?

পরিশেষে, যে নোম চমস্কির বক্তব্য আজ প্রায়শ উদ্ধৃত হয় বিশেষত 'বামপন্থা'র অনুগামীদের দ্বারা দিশার সন্ধানে, তিনি যে বৌদ্ধিক মহলে বহুল-আলোচিত তা তাঁর সত্য বলার সাহস ও সদিচ্ছার জন্যই । তবে কৌতুহল একটা থেকেই যায় -'এদের' ভুল আছে তবে একথা বললে 'ওদের' সুবিধা হয়ে যাবে তাই বলব না — এক অলীক 'বামমনস্কতায়' এমন উবাচ নজরে এলে কেমন অনুভূতি হতো সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ও ব্যতিক্রমী মুক্তমনা রাজনৈতিক ভাষ্যকারের!

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি) — শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

''যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখন গুনগুন করে।

''পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য) তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়।' (হাস্য)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কর্তব্যরত চিকিৎসককে হেনস্তার প্রতিবাদে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় বিডিওর শাস্তির দাবিতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে পথে নামল চিকিৎসকেরা। শনিবার হবিবপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মবিরতি রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্মীরা। মালদার হবিবপুরে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্ত বিডিওর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আর শনিবার এই অভিযোগ তুলে চিকিৎসকেরা বিক্ষোভ দেখান। সোমবার থেকে কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছেন জেলার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার প্রায় রাত দুটো নাগাদ বিডিও অংশুমান দত্ত তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসকষ্টের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মালদা

তড়িঘড়ি তাঁকে গাড়ি থেকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসার কথা বলতেই বিডিও মারধর শুরু করে দেয়। বাধা দিতে গেলে আঙুলে চোট লাগে, রক্ত ঝরে। তখন নিজেকে শান্ত রেখেই বিডিও'র স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। কিন্তু কিছু বলার মুহূর্তে আবারো হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্ত কলার ধরে চড় মারেন। শরীর দিয়ে রক্ত ঝরলেও আমি উনার স্ত্রীর অক্সিজেন, স্যালাইন অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা করি। ইনজেকশনও দিই। নিজেকে অসুস্থ বোধ করে পরে হবিবপুর থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। একদিকে আরজি করের ঘটনা। অন্যদিকে মালদার হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী আর এন রায় হাসপাতালে হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্তের দ্বারা চিকিৎসক দীপাঞ্জন মণ্ডলকে নিগ্রহ ও মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারী চিকিৎসক অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, বারবার চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। প্রতিবাদ করলেও কোনও কিছু হচ্ছে না। বিডিওর এই ধরনের আচরণে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা চাই বিডিওর কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক। যাতে আমাদের মতো এইরকম নিগ্রহের ঘটনা আর না ঘটে। এদিন দুই ঘণ্টা সমস্ত পরিষেবা দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছি।

চিকিৎসক দীপাঞ্জন মণ্ডল বলেন, আমি শুনেছি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। তবে এখনো আমি দেখিনি। সিসিটিভি ফুটেজ একটা গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স। আমি আশা করব নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। বিষয়টি জেলাশাসক কেউ জানানো হয়েছে। তিনি সমস্ত রকম ভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত ও করেছেন। তবে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার ফলে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা চাই বিডিও কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক।

উখড়া পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তৈরি হয়নি নিকাশি নালা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ঢালাই রাস্তা আছে, কিন্তু নিকাশি নালা নেই। ফলে রাস্তার উপরেই জমছে বৃষ্টির জল। সেই জমা জলে পা ডুবিয়ে করতে হচ্ছে আসা-যাওয়া। জমে থাকা নোংরা জলে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও রয়েছে। এমনই অবস্থা উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দ মোড়ের বন্ধন ব্যাংক সংলগ্ন পাড়াতে। স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল গড়াই, অলোক চৌধুরী, সুভাষ তিওয়ারিরা বলেন, কেউ দশ বা কুড়ি বছর বা কেউ আবার সাম্প্রতিককালে এই পাড়াতে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। আগে পাড়াতে ছিল মাটির কাঁচা রাস্তা। ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেও বৃষ্টি থামার কিছুক্ষণ পরেই জল শুকিয়ে যেত। গত বছর ডিসেম্বর মাসে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পাড়াতে ১০০ মিটার লম্বা ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়। রাস্তা তৈরি হলেও রাস্তার পাশে নিকাশি নালা না করার ফলে তখন থেকে রাস্তার উপরে জল জমা শুরু হয়েছে। জল জমে থাকায় ঢালাই রাস্তার উপর যেমন শ্যাঁওলা জমে রাস্তাটি বিপদজনক হয়ে উঠেছে, তেমনি জমা জলে মাছি, মশার লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রমণ রোগ ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে বাসিন্দাদের দিন কাটছে বলে অভিযোগ করেন তারা। বাসিন্দারা জানান, মাস তিনেক আগে জমা জলের সমস্যার বিষয়টি পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। অন্যদিকে পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে বলেন, ওই পাড়াতে ঢালাই রাস্তার পাশে নিকাশি নালা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ওখানে নিকাশি নালা যাতে দ্রুত তৈরি করা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI

এসবিআই ফুলিয়া ব্রাঞ্চ (০২০৫৭)
ফুলিয়া, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া,
ইমেল : sbi.02057@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No.- 11236382105(C.C), 40252385959(FITL)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, আর.বি.ও, আর-V, ৫বি, ডি এল রায় রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা **মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউস, স্বত্বাধিকারী শ্রী পলাশ দেব, পিতা শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব এবং শ্রীমতি রীনা দেব (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী পলাশ দেব, গ্রাম - ফুলিয়া বেলেমঠ, পো. ফুলিয়া বেলেমঠ, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০২, ঠিকানা - নবলা বেলেমঠ, পো. ফুলিয়া বেলেমঠ, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০২** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫০,৫৫,৩৯৬.০০ টাকা (সি.সি.) + ১২,৪০,৮৩৩.০০ টাকা (এফআইটিএল) মোট = ৬২,৯৬,২২৯.০০ টাকা (বাষট্টি লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) ২৮.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৫০,৫৫,৩৯৬.০০ টাকা (সি.সি.) + ১২,৪০,৮৩৩.০০ টাকা (এফআইটিএল) মোট = ৬২,৯৬,২২৯.০০ টাকা (বাষট্টি লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) ২৮.০৫.২০২৪** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সম্পত্তির বিবরণ :
জমি এবং ভবন পরিমাণ ০২.৪৭৫ শতক, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রীনা দেব, স্বামী শ্রী পলাশ দেব, খতিয়ান নং আরএস ১১৭১, এলআর -১৪৬২, দাগ নং (প্লট) আরএস এভং এলআর ৪৭১, মৌজা : ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং ১-৫৭১২ তারিখ ১২/১২/২০১২।

২. সম্পত্তির বিবরণ :
জমি এবং ভবন পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রীনা দেব, স্বামী শ্রী পলাশ দেব, খতিয়ান নং আরএস ১১৬৬ এবং ১১৭১। এলআর - ১৪৬২, ১৪৬৮, সাবেক ৪৫১ , দাগ (প্লট) নং আরএস এবং এলআর ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, মৌজা : ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং ১-২৬১৭ তারিখ ২০/০৭/২০০৫।

৩. সম্পত্তির বিবরণ :
জমি এবং ভবন পরিমাণ ৪ ডেসিমেল, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রীনা দেব, স্বামী শ্রী পলাশ দেব, খতিয়ান নং আরএস ১১৬৬, এলআর ৮৯৪, সাবেক ৪৫১ দাগ (প্লট) নং আরএস এবং এলআর : ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, মৌজা : ৭৩, উদয়পুর, দলিল নং ১-২৬১৮-২০০৫ সালের।

তারিখ - ০৮.০৮.২০২৪
স্থান - ফুলিয়া, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈংক Union Bank of India
Andhra Corporation

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-৮(১)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩ ২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.০৩.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা রূপা ঘোষ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,৬৫,১৫৯.৮৯ টাকা** (আট লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ উনষাট টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৮.০৮.২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুলিশ লাইন, বর্ধমান শাখা** নিকট বকেয়া **৮,৬৫,১৫৯.৮৯ টাকা** (আট লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ উনষাট টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সম্পত্তি দোতলা ভবনে ফ্ল্যাট ধরন বসবাসের ভবন একতলায় ৩০৩ বর্গফুট, এবং দোতলায় ১৩০৩ বর্গফুট, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রূপা ঘোষ,** স্বামী সন্দীপ ঘোষ, মৌজা : বাহিরসর্বমঙ্গলা, জেএল নং ৪, খতিয়ান নং ১৯০৯৬, আরএস প্লট নং ২১১৭/৩২১৮, এলআর প্লট৫৮৯০, ওয়ার্ড নং ০২, হোল্ডিং নং ৩১৯, বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৭৭২৭ তারিখ ০৮.১১.২০১৭। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রসরাজ খান্দায়েত এর ভবন, দক্ষিণে : সঞ্জয় মুখার্জির ভবন, পূর্বে : রজত কুমার ঘোষের ভবনের সাধারণ পাঁচিল, পশ্চিমে : সড়ক।

তারিখ - ০৮.০৮.২০২৪
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বাসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার ৪ টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার ভোর রাতে ঝাড়খণ্ডের গিরিডি থেকে কলকাতার বাবুঘাটগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোলের কুলটি থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ আচমকা অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র (দেশী) ও দু'রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে এসিপি পশ্চিম শেখ জাবেদ হোসেন জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলটি থানার পুলিশ ও চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসানসোলের

ডুবুরডিহি চেকপোস্টে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে ব্যাগগুলি সার্চ করে। তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভাজন ধৃত ব্যক্তির কাছে থাকা ৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন মহম্মদ সেলিম আনসারী নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেলিমের ব্যাগেই এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাসের চালক মহম্মদ মকসুদ জানিয়েছেন, সেলিম আনসারীরা প্রায়ই এই বাসে যাতায়াত করে। গিরিডি থেকে তারা চাপে ও বর্ধমানে নেমে পড়ে। প্রায়ই এই বাসে দু'জন থাকে। তবে একজনকেই পুলিশ ধরতে পেরেছে।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস - বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল- Z184@indianbankco.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৯ (১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **৩০.০৮.২০২৪ তারিখে (ক্র. নং-১ থেকে ৩ এর জন্য) এবং ১১.০৯.২০২৪ তারিখে (ক্র. নং-৪ এর জন্য)** বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ এর থেকে। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা- মেসার্স অনন্যা (স্বত্বাধিকারী- শ্রী পলাশ খান)** সিংগের হাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭, ওয়ার্ড নং ৯, পোস্ট এবং থানা - চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রী পলাশ খান (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- শ্রী আমল খান গ্রাম - রাজবাগান, ওয়ার্ড নং ২, পোস্টও থানা-চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **৩. খুকু রানী খান (জামিনদার/বন্ধকদাতা)** স্বামী- অমল খান গ্রাম - রাজবাগান, ওয়ার্ড নং ২, পোস্টও থানা-চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) সিমুরালি শাখা**	জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- যশরা, জেএল নং ২৪, এলআর খ তিয়ান নং ৮৭৮, ১৩০১/১, ১৬৪/১, ১৩৩১, আরএস দাগ নং ১২৭৫, এলআর দাগ নং ৬৬৯/১৭৬৮, জমির এলাকা - ৯.০০ ডেসিমেল হাল তৌজি নং- ১২, পরগনা - আলমপুর, চাকদহ পৌরসভার অধীনে ২ নং ওয়ার্ডে হোল্ডিং নং ১০৮৩, পোস্ট ও থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, বিক্রয় দলিল নং ১৭৩৩ সাল- ২০০২, বই নং ১, ভলিউম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০, এডিএসআর-চাকদহ, নদীয়াতে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মিসেস খুকু রানী খানের নামে** আছে, স্বামী- অমল খান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**- উত্তর- প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ- সবুজ দেবের বাড়ি, পূর্ব- অনন্ত ঠাকুরের বাড়ি, পশ্চিম- ক্লাব ও পৌরসভা রোড দ্বারা।	**৩১,০৮,৮১০.১৫ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ আট হাজার আটশো দশ টাকা ও পনেরো পয়সা মাত্র) (বিবি +এমওআই = ২২,৭৩,৪৭২.১৫ টাকা + ৮,৩৫,৩৩৮.০০ টাকা) ০৫.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30221610955** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ১. মেসার্স এ.এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী , সাকিল আহমেদ মিয়া** গ্রাম - নওদা দুর্গাপুর, পোস্ট- চাকদহ, থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১২২২, পঃবঃ. **২. সাকিল আহমেদ মিয়া (ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী /বন্ধকদাতা)** পিতা- সাহাদুল মিয়া গ্রাম - নওদা দুর্গাপুর, পোস্ট- চাকদাহ, থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১২২২, পঃবঃ. **খ) সিমুরালি শাখা**	**সাকিল আহমেদ মিয়ার** পিতা-সাহাদুল মিয়া এর নামে প্রায় ০.২৫৬৭ ডেসিমেল (১১২ বর্গফুট) জমিতে জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- জেএল নং ৩৫, মৌজা - পালপাড়া, আরএস ও এলআর দাগ নং ১৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১০৭, এলআর খতিয়ান নং ২৮০০ চাকদহ পৌরসভার অধীনে সুখসাগর রোডে সারডাঙ্গা মোড় এ অবস্থিত, পোস্ট - চাকদহ, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, এডিএসআরও - চাকদহ ২০১৮ সালের উপহারের দলিল নং ৬৯০৪/২০১৮ তারিখ- ১৮.০৯.২০১৮, ডিএসআরও - নদীয়াতে নিবন্ধিত, বই নং ১, ভলিউম নং ১৩০১-২০১৮-এ , পৃষ্ঠা নং ১২৩৯৯১ থেকে ১২৪০০৬ পর্যন্ত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**- উত্তর- ৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - কল্পনা রানী সমাজদারের দোকান, পূর্ব - কল্পনা রানী সমাজদারের সম্পত্তি, পশ্চিম - সুখ সাগর রোড দ্বারা।	**১৮,৮২,০৭৫.৬৮ টাকা** (আঠারো লক্ষ বিরাশি হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) (বিবি+ এমওআই = ১৪,৯০,৪১৬.৬৮ টাকা + ৩,৯১,৬৫৯.০০ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ৯,০৮,০০০.০০ টাকা (*)** (নয় লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৯১,০০০.০০ টাকা** (একানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30272934185** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- শ্রী বাপী রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায়, গ্রাম - কইখালী নতুনপাড়া, পোস্ট- হরিতলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০২, পশ্চিমবঙ্গ **২. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা- শ্রী চন্দন রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায়, গ্রাম - কইখালী নতুনপাড়া, পোস্ট- হরিতলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) বগুলা শাখা**	কমবেশি ৪ শতক (এলআর প্লট নং ৫২৫-এ ২ শতক এবং এলআর প্লট নং ৫২৬-এ ২ শতক) পরিমাপের জমি ও তথায় থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা - কৈখালি, জেএল নং ৭৫, খতিয়ান নং আরএস -৫৩, এলআর-২৬ পূর্বতন ৯৯০, বর্তমান এলআর-১৫৫০, ১৫৫১, থানা - হাঁসখালি, বগুলা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআরও - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গের দলিল নং আই-১৩১২০৩২৫৩/২০১৬ তারিখ- ১১.০৭.২০১৬, ভলিউম নং ১৩১২-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৩৯৮৪ থেকে ৫৩৯৯৯-এ **শ্রী বাপী রায় ও শ্রী চন্দন রায় এর নামে নিবন্ধিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**-উত্তর - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ - পরিতোষ বালা এবং আদ্যনাথ সিকদারের সম্পত্তি, পূর্ব - রামপদ এর সম্পত্তি, পশ্চিম - ভরত রায়ের সম্পত্তি দ্বারা।	**২০,১৪,৯৮৪.০০ টাকা** (বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শো চুরাশি টাকা মাত্র) (বিবি+এমওআই = ১৭,৯৩,৭৯৬.০০ টাকা + ২,২১,১৮৮.০০ টাকা) ৩০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৬,২১,০০০.০০ টাকা (*)** (যোল লক্ষ একুশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৬৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30280270879** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) ১. শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল- ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং (এইচবিএল -৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **২. শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(এইচবিএল -৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ এবং এইচবিএল -৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৩. মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২- শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৪. শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভুচরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা জামিনদার)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **৫. শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস,** স্বামী-শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস.ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার তথা জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রানী রাশমনি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী আই. ই. শাখা**	**শ্রীমতী দিপালী বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এর জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ৩১.০১.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৮৩১ এবং ৩১.০১.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৮৩২ হোল্ডিং নং- ৭১/৫৯/৮০ বাগমোড় রাণী রাশমনি ঘাট রোড, পোস্ট - কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, হালিশহর পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ২, এলাকা ৩.১২৫ কাঠা (মোট এলাকা ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**-উত্তর - ২০' প্রশস্ত রানী রাসমনি ঘাট রোড, দক্ষিণ - পৌর ড্রেন, পূর্ব - ১০' প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম - পৌর ড্রেন দ্বারা।	**২,৫৪,৭১,৪৭৩.১৭ টাকা** (দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার চারশো তিয়াত্তর টাকা ও সতেরো পয়সা মাত্র) (বিবি+এমওআই = ১,৯৪,৪১,৪২০.৮৭ টাকা + ৬০,৩০,০৫২.৩০ টাকা) ১১.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ১,৪৭,০৬,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১৪,৭১,০০০.০০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101515060** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়- তারিখ- ৩০.০৮.২০২৪ (ক্র. নং-১ থেকে ৩ এর জন্য) এবং ১১.০৯.২০২৪ (ক্র. নং-৪ এর জন্য)
সময়- দুপুর ১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার (গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ- ০৯.০৮.২০২৪/ স্থান- বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সর্ব কনিষ্ঠ পরিচালকের মজার ছবি 'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ'

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

মনের জোর ও ইচ্ছা শক্তির কাছে বরাবরই হার মানেছে বয়স। বৃদ্ধ বা কনিষ্ঠ সর্বক্ষেত্রেই সৃজনশীলতারই জয় হয়েছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না, মাত্র ২৩ বছর বয়সেই বারাসাতের মেয়ে বিদিশা চ্যাটার্জী বানিয়ে ফেলল আস্ত একটা বড় পর্দার সিনেমা। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ এই পরিচালক তথা বারাসাত আদালতের আইনজীবী তার মা রুমকি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গল্প অবলম্বনে বানালেন ভূতেদের নিয়ে এক মজার ছবি 'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ'। ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রখ্যাত এক ঝাঁক চেনা তারকা খরাজ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, আরিয়ান ভৌমিক, মানসী সিনহা, রাজু মজুমদার, তরঙ্গ সরকার। সেই সঙ্গে অভিনয় করেছেন বিদিশা'র বাবা থিয়েটার জগতের অভিনেতা তথা বারাসাত আদালতের অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ও ছোট বোন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী অন্বেষা চ্যাটার্জী। এক ঝাঁক ভূত আর হাস্যরসে ভরপুর মজার কাহিনি নিয়ে এসবিএ ফিল্মের এই 'ভূতের পাল্লায় ভূতনাথ' ছবিটি চলতি বছরের দুর্গাপূজার আগে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। মজাদার এই ছবিতে রয়েছে দুটি ভিন্ন গান। যার গীতিকার পরিচালক বিদিশা চ্যাটার্জী নিজেই। পরিচালক বিদিশা জানান, এই ছবিটি সপরিবারে সকলকে সঙ্গে নিয়ে দেখার মতো একটি ভিন্ন স্বাদের মজার ভূতের ছবি। বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের মেলবন্ধন হল এই ছবির মূল স্লোগান। ছবিতে আরিয়ান ভৌমিককে দেখা যাবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধারার বহুরূপী চরিত্রে। কাঞ্চন মল্লিক রয়েছেন একটি ভূতের চরিত্রে এবং খরাজ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে এক সুদখোর মহাজনের ভূমিকায়। মানসী সিনহাকে এক ঝগড়ুটে বউয়ের চরিত্রে, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা দেখতে পাব এক মজার ব্যবসায়ীর ভূমিকায়। ছবিটা ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মূলত করোনা কালের পরে জোরদার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দাপটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সমস্ত স্বাদের দর্শককে বিগ সিলভার স্ক্রিনে মাধ্যমে হলমুখী করাই হল এই ছবির মূল মন্ত্র। আরও একটা চ্যালেঞ্জ সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক বিদিশা চ্যাটার্জীর।

একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বহরমপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার দুপুরে বহরমপুর থানার সৈদাবাদ চুরাশিপাড়া এলাকায়। চুরাশিপাড়ার একটি বাড়ি থেকে দম্পতি ও শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দম্পতি পাঁচ বছরে শিশুকন্যা সহ চুরাশিপাড়ার ওই বাড়িতে ভাড়া আসেন। আর শনিবার দুপুরে ওই বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় সুজয় মণ্ডল (২৮)। তাঁর স্ত্রী শোভা মণ্ডল (২৩) ও আরাধ্যা মণ্ডল (৫) এর দেহ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খুন না আত্মহত্যা জানার চেষ্টা করছে বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে খুন করেই আত্মঘাতী হয়েছেন সুজয় মণ্ডল।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
(A GOVT. ENTERPRISE)

পশ্চিম মেদিনীপুর রিজিওনাল অফিস
সি/৭, অরবিন্দ নগর, ২য় তল, জাজেস কোর্ট রোড
পো. এবং থানা - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১০১ : পশ্চিমবঙ্গ

দখল নোটিশ

এতদ্বারা বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) ঝাকরা	১. **শ্রী সুনীত মাইতি,** পিতা জয়দেব মাইতি, গ্রাম- কোটা,পো : রাজগঞ্জ, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২০১, **(ঋণগ্রহীতা)** ২. **শ্রী জয়দেব মাইতি,** পিতা প্রয়াত মানিক মাইতি, গ্রাম : কোটা, পো : রাজগঞ্জ, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২০১ **(জামিনদাতা)।** ৩. **শ্রী দীনেশ রায়,** পিতা গোপাল চন্দ্র রায়, গ্রাম : শাওড়া, পো : ঝাকরা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২০১ **(জামিনদাতা)**	ক) ০১.০২.২০২৪ খ) ০৯.০৮.২০২৪ গ) ৪,৬৬,৭৯১.০০ টাকা (চার লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশ একানব্বই টাকা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি/ভবন। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন, মৌজা : গঙ্গারামপুর, দলিল নং ৫৭৭৪/২০০৯ তারিখ ০৫.১১.২০০৯ জেএল নং ২৫৪, খতিয়ান নং এলআর ৩৪৮, প্লট নং এলআর ১৭৯, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, এরিয়া : ৩.০ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাস্তু, থানা : চন্দ্রকোনা, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী জয়দেব মাইতি, পিতা প্রয়াত মানিক মাইতি, গ্রাম : কোটা, পো : রাজগঞ্জ, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১২০১।

তারিখ : ১১.০৮.২০২৪, স্থান : পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক

আরজি কর-এ কি হয়েছে দেখেছন তো?
সিভিক ভলান্টিয়ারের হুমকি মহিলা চিকিৎসককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'আরজি কর- এ কি হয়েছে দেখেছন তো, তা আপনার সঙ্গেও হতে পারে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলেছেন ভাতার হাসপাতালের চিকিৎসক সুতপা নষ্কর। তার অভিযোগ, রাতে হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকার সময় মদ্যপ অবস্থায় এসে মহিলা চিকিৎসককে হুমকি দেয় ভাতার থানার সিভিক সুশান্ত রায়, এরপর থেকেই আতঙ্কিত ওই মহিলা চিকিৎসক। আর জি করের ঘটনায় এখনো রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে, আর এরই মাঝে ফের হাসপাতালের মধ্যে কর্তব্যরত একজন চিকিৎসকের সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ারের নক্কারজনক দুর্ব্যবহারের ঘটনায় আলোড়ন ছড়িয়েছে রাজ্য জুড়ে। এই খবর ছড়িয়ে পরতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য কর্মীরা। জানা গিয়েছে, সুশান্ত রায় ভাতার থানার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্মরত। শনিবার সকালে ভাতার হাসপাতাল থেকে মিছিল করে ভাতাড় থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাদের দাবি, অবিলম্বে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত রায়কে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে হবে। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চিকিৎসক সুতপা নষ্কর।

চিকিৎসকদের অভিযোগ, শুক্রবার মধ্যে রাতে হাসপাতালে চিকিৎসক সুতপা নষ্কর নিজের ডিউটি করছিলেন। হঠাৎ মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসা করাতে আসে সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত রায়। এর পরেই মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে সে। প্রতিবাদ করলে আর জি করে কি হয়েছে দেখেছন তো, তা আপনার সঙ্গেও হতে পারে এমনই হুমকি দেয় সে।

ঘটনার প্রসঙ্গে ডেপুটি সিএমওএইচ ডা সুবর্ণ গোস্বামী জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। সারা রাজ্য জুড়ে আরজি করের ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। অভিযোগ পাওয়ার পরই সিভিক সুশান্ত রায়কে গ্রেপ্তার করে ভাতার থানার পুলিশ।

ভেঙে পড়ল শালী নদীর সেতু
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শালী নদীতে জলস্তর নামলেও নতুন আপদ, সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়তেই বন্ধ হল যাতায়াত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০ টি গ্রাম। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতেই অন্যান্য নদীর মতোই বাঁকুড়ার শালী নদীতে নেমেছে জলস্তর। কেটেছে বন্যার আশঙ্কা। কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়ছে না সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের। নদীর জল নামতেই এবার ধসে পড়ল আস্ত সেতুর একাংশ। ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের রামপুর থেকে পিয়ারবেড়া যাওয়ার রাস্তার উপর থাকা শালী নদীর সেতুর। সেতুর ওই অংশ ভেঙে পড়তেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সোনামুখী ব্লকের ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০ টি গ্রাম। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও। লেখাপড়া থেকে স্বাস্থ্য, গৃহস্থের নিত্যদিনের বাজার থেকে শুরু করে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করা সমস্ত ব্যাপারেই সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া, হামিরহাটি ও ধুলাই এই ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ সোনামুখী শহরের উপর নির্ভরশীল। সোনামুখী শহরের যাতায়াতের পথেই পড়ে শালী নদীর সেতু। পাকা কংক্রিটের সেই সেতু দিয়েই এতদিন স্বচ্ছন্দে চলছিল যাতায়াত। ঘূর্ণাবর্তের প্রবল বৃষ্টিতেও বন্ধ হয়নি যাতায়াত। তবে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতে না কাটতেই সেতুর হাল বেহাল হতে শুরু করে। সেতুর মাঝামাঝি অংশে একাধিক পিলার বসে যাওয়ায় সেতুর একাংশ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় মেরামতি না করার ফলেই সেতুটি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। বিধায়ক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে নির্বিচারে অবৈধ ভাবে বালি তোলার ফলেই সেতুর ভিত নড়বড়ে হয়ে ধসে পড়ে। স্থানীয় পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারেরও দাবি, সেতুর ভিতের অংশ দিয়ে জল বয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। সেতুর বেহাল দশার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। সেতুটি ধসে পড়ার জন্য শাসক দলকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক। তাঁর দাবি, শাসক দলের মদতেই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে দিনের পর দিন বালি চুরি হওয়ার ফলেই ভিত নড়বড়ে হয়েছে।

শ্যামপুরে গোবর্ধন প্রকল্প ঘিরে আশাবাদী মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়ারা সংলগ্ন এলাকায় সরকারি উদ্যোগে গোবর্ধন প্রকল্পকে ঘিরে আশায় বুক বাঁধছেন কয়েকশো মহিলা। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পে অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে গো চাষিদের কাছ থেকেও। হাওড়া জেলার একমাত্র গোবর্ধন প্রকল্পটি গড়ে উঠছে। পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া সংলগ্ন আমবেড়িয়া গ্রামে। শ্যামপুর ১ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এই গোবর্ধন প্রকল্পটি। ব্যয় করা হচ্ছে ৫২ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই কাজ প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না। বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ি করে আনা হবে গবাদি পশুর মল। এবং তা থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি হবে গ্যাস। যে গ্যাসটি বাজার চলতি গ্যাসের চেয়ে অনেক সস্তা বলে দাবি করা হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে। কেজিতে দশ টাকা কম হবে এই গ্যাস। গ্যাস ব্যবহার করে চালানো যাবে আলো। ঘড়ি গৃহস্থালির কাজ তো রয়েছেই। ইতিমধ্যেই এই গ্যাস কিভাবে বিপণন করা হবে তা নিয়েও ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। গবাদি পশুর মল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে এসএইচজি গ্রুপের মহিলাদের সাহায্য নেওয়া হবে। পাশাপাশি বিপনণের ক্ষেত্রেও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। আর এতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন বলে, জানিয়েছেন জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মণ্ডল। অন্যদিকে এই প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে বলে জানিয়েছেন শ্যামপুর এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তন্ময় কার্জি।

অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করতে গিয়ে মৃত্যু কিশোরের

নার্সিংহোম ও ডাক্তারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অ্যাপেনডিক্সের মাইক্রো সার্জারি করতে গিয়ে কিশোরের মৃত্যু। বনগাঁর বেসরকারি নার্সিংহোমে ডাক্তার ও নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার পাঁচপোতা গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব সরকারের ছেলে অভিজিৎ সরকার (১১) পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে ডাক্তার লদণ সাহার কাছে দেখিয়েছিল। ডাক্তারবাবু অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করার জন্য বনগাঁর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বলেন। শুক্রবার পরিবারের পক্ষ থেকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে মাইক্রো সার্জারি করা হয় অভিজিতের। অপারেশনের পরে জ্ঞান ফেরেনি অভিজিতের। পরিবারের পক্ষ থেকে জানতে চাইলে বলা হয়েছে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে নার্সিংহোমের তরফ থেকে পরিবারকে জানানো হয় মৃত্যু হয়েছে অভিজিতের। অভিজিতের মৃত্যুর পরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবার। ডাক্তার এবং নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলে তারা। পরিবারের দাবি এর একটা বিহিত হোক। এই বিষয়ে ডাক্তার লদণ সাহা জানিয়েছেন, অপারেশন করার পরে তিনি অন্য অপারেশনে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে জানানো হয় রোগীর অবস্থার অবনতি হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি মর্মাহত। কি করে হল বুঝতে পারছেন না। অন্যদিকে বেসরকারি নার্সিংহোমের মালিক নার্সিংহোম-এর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন ডাক্তারবাবু হাজার হাজার অপারেশন করতে পারে অঘটন ঘটতে পারে। এই বিষয়ে যা বলার ডাক্তার বাবু বলবেন।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত চেয়ে শনিবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করলেন বাঁকুড়া সম্মিলিনী মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পরিষেবাকে কর্মবিরতির আওতার বাইরে রেখে আউটডোর ও ইনডোর পরিষেবায় কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁরা। এই কর্মবিরতিতে পিজিটি, ইন্টার্ন ও হাউস স্টাফরা যোগ দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের সবকটি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। ইমার্জেন্সি পরিষেবায় কাজে যোগ দিলেও আউটডোর ও ইনডোর পরিষেবা ক্ষেত্রে এদিন কাজে যোগ না দিয়ে তাঁরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। জানা গেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ২৪ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি, ২৭০ জন ইন্টার্ন ও ৬০ জন হাউস স্টাফ এই কর্মবিরতিতে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে আরজি করে চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়ার চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় 'প্রতিবাদ দিবস' পালন এসইউসিআই এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় 'প্রতিবাদ দিবস' পালন এসইউসিআই এর। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বিশ্বাস পাড়া এলাকা থেকে ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করা হয়। মিছিলটি পরবর্তীতে গোটা শহর পরিক্রমা করার পর জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এসইউসিআই-এর কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য, আরজিকর মেডিক্যাল হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বালুরঘাটে এসইউসিআই এর তরফে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। এ বিষয়ে এসইউসিআই এর তরফে নন্দা সাহা জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ গুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ। সেখানে একজন চিকিৎসক যিনি এমবিবিএস কমপ্লিট করে ট্রেনি হিসেবে ছিলেন, তাঁকে কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংসভাবে অত্যাচার করে এবং ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এর ফলে মহিলা চিকিৎসক, মহিলা নার্সদের রাত্রিবেলা কর্তব্য পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের দাবি ছিল, পোস্টমর্টেম ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি করা হোক। আমরা চাই সম্পূর্ণ তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনা উদঘাটন করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হোক।'

উত্তরপাড়া পুরসভায় ছয় দফা দাবিতে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুর এলাকার মানুষের নিময়িত পুর পরিষেবার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ছয় দফা দাবিতে শনিবার দুপুরে উত্তরপাড়া পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই দাবিগুলি হল নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমস্ত জলাশয়গুলিকে জঞ্জালমুক্ত করা, অবৈধ বহুতল নির্মাণের বিরুদ্ধে পৌর কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এলাকায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। শনিবার ডেপুটেশন দিতে যাওয়া কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে পুর চেয়ারম্যানের আলোচনা হয় বিশেষ করে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। একটু বেশি বৃষ্টি হলে উত্তরপাড়া মাখলা এলাকায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় সেটা যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়। পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। জলের মিটারের ব্যাপারে চেয়ারম্যান বলেন এখন প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি জলের মিটার বসানো হচ্ছে এখনই মিটারে বিল দিতে হবে না। জল অপচয় বন্ধ করতে হবে। এদিন ডেপুটেশন দিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রমেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দ্রজিৎ দেব, সুবীর মুখার্জি, মিলন চক্রবর্তী, মৃণাল দাস সহ নেতৃবৃন্দ।

বৃক্ষরোপণ উৎসব ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। এই অবস্থায় সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাঝেই শনিবার জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন (নরনারায়ণ মন্দির) এর ব্যবস্থাপনায় ও 'গঙ্গা মিশনে'র সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ উৎসব ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন (নরনারায়ণ মন্দির) ও গঙ্গা মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এদিনের এই কর্মসূচি ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এদিন এলাকার ৪০০ জন মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ দেওয়া হয়েছে।

মহারাজ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বলেন, গাছেদের গুরুত্ব অপরীসিম, এবার গরমের দিনগুলিতে তা আরও বেশি আমরা টের পেয়েছি। ইতিপূর্বে বনদপ্তরের সহযোগিতায় বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল, এবার গঙ্গা মিশনের সৌজন্যে ফলের গাছ লাগানোর পাশাপাশি মানুষের হাতেও চারা গাছ তুলে দেওয়া হল বলে তিনি জানান।

বকেয়া রয়েছে বেতন, প্রতিবাদে বিক্ষোভ বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: জামুরিয়ার আইসিএমএল-এর সরিসাতলী কয়লাখনি প্রকল্পে ২০০০ সাল থেকে ৪৩ জন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের বেতন বন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে সিপিআইএম নেতা মনোজ দত্ত বলেন, ২০০০ সালে এই বেসরকারি কয়লা খনিতে নিরাপত্তা হিসেবে ৪৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হলেও ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে, যার কারণে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তারা। তাদের সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর আগেও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হলেও কোনও লাভ হয়নি। তাই প্রতিবাদে শনিবার রাস্তা জ্যাম করে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। প্রশাসনের অনুরোধে রাস্তা অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে খনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনা প্রেমিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্ডীতলা: গত চারদিন ধরে হুগলির চন্ডীতলা থানার ভগবতীপুর এলাকায় একটি বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য। ওড়নায় মাথা ঢেকে, মুখে মাস্ক পরে বসে আছেন এক যুবতী। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটি তাঁর প্রেমিকের। সেই বাড়ির সামনে রাত-দিন ধরনা দিচ্ছেন প্রেমিকা। কী এমন ঘটল যে প্রেমিকের বাড়ির সামনে এভাবে বসে থাকতে হচ্ছে? ঘটনাটি হুগলির চণ্ডীতলার। এলাকার ছেলে মেহবুব মল্লিকের সঙ্গে বছর ছয়েক ধরে প্রেমের সম্পর্ক ওই যুবতীর। যুবতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, মেহবুব তাঁকে বারবার বিয়ে করার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চাইছেন না। এর আগেও তিনি কয়েকবার মেহবুবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দিনকয়েক আগে ওই যুবতীর বিয়ের জন্য পাত্র দেখাশোনা শুরু হয়। বিয়ের জন্য চাপ আসতে থাকে। তাই চারদিন আগে সোজা প্রেমিক মেহবুবের বাড়িতে পৌঁছে যান তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখেন বাড়িতে নেই মেহবুব। এরপরই বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধরনায় বসে পড়েন যুবতী। ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে যান এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি পুলিশ ওই যুবতীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক। যুবতী বলেন, 'আমার বাড়িতে পাত্র এসেছে শুনেই আমাকে চলে আসতে বলেছিল। বলেছিল আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। এখন আর বিয়ে করতে চাইছে না।' মেহবুব বাড়িতে না থাকলেও মেহবুবের মায়ের দাবি তাঁর ছেলের সঙ্গে এই যুবতীর শুধুমাত্র ফোনে কথা হয়েছিল। এখন জোর করে বাড়িতে এসে বিয়ে করতে চাইছে বলেই দাবি তাঁর।

টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে ও রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে: পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ব্যাটারিচালিত টোটোকে একসময় সাদরেই গ্রহণ করেছিল সাধারণ মানুষ। কম খরচে সহজেই অনেকটা পথ পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে গত কয়েক বছরে রাজ্যে অনেকটাই বেড়েছে টোটোর সংখ্যা। যার ফলে শহর বা শহরতলির একাধিক জায়গায় বেড়েছে যানজট। টোটো নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। রাস্তায় টোটোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে যানজট বেড়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। তাই এবার কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চাইছে রাজ্য সরকার। টোটোর জন্য কোনও রুট পারমিট নিতে হয় না। ফলে যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন টোটো চালকরা। ফলে সারা বাংলা জুড়ে বহু বেকার যুবক টোটো চালিয়ে রোজগার শুরু করেছেন গত কয়েক বছরে। সারা বাংলা জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষ টোটো রয়েছে। ফলে তৈরি হচ্ছে যানজট। অনেকেই টোটোর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী বলেন, একজন টোটো চালকও তাদের জীবিকা হারাক এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা আমরাও কেউ চাই না। তবে টোটো চালকরা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চালালে শহরের বিভিন্ন এলাকাকে যানজট মুক্ত রাখা যাবে। পুলিশ প্রশাসন, পুরসভা ও পঞ্চায়েত সমিতি সকলকে নিয়েই এই সিস্টেম তৈরি করা হবে। যে সমস্ত টোটো চালক আছে, তাদের রেজিস্ট্রেশন করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী আরও বলেন, টোটোর কোনও রুট হয় না। টোটোর কাজ হল যাত্রীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বাস রাস্তা বা হাইরোডের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু তাদের কোন নির্দিষ্ট রুট নেই, তাই তাদের রুট পারমিটও নেই। তবে বাজার বা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একসঙ্গে যাচ্ছে বলে যানজট তৈরি হচ্ছে। টোটোকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে এবং তাদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে।

অলিম্পিক ব্রেকিংয়ে প্রথম সোনা জাপানের আমি ইউয়াসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শহুরে খেলা ব্রেকিংয়ের অভিষেক হলো অলিম্পিকে। প্যারিসে গতকাল এই ডিসিপ্লিনের প্রথম ইভেন্ট মেয়েদের ব্রেকিংয়ে সোনা জিতেছেন জাপানের বি-গার্ল আমি ইউয়াসা। অলিম্পিকে ব্রেকিং এবারই প্রথম এবং শেষবারের মতো দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

ব্রেকিং 'ব্রেকড্যান্সিং' নামেও পরিচিত। প্যারিসের প্লেস দে লা কনকর্ডে মেয়েদের এই ইভেন্টে ১৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। ফাইনালে লিথুয়ানিয়ার ডমিনিকা 'নিকা' বানেভিচকে হারিয়ে সোনা জেতেন আমি ইউয়াসা। ব্রোঞ্জ জেতেন চীনের লিউ '৬৭১' কিনগাই।

সোনা জয়ের পর ২৫ বছর বয়সী আমি বলেন, 'আমি নিজের স্টাইলে মনোযোগ দিয়েছি এবং নিজেকে মেলে ধরেছি। নিজেকে উপস্থাপন করে বিশ্বকে বুঝিয়েছি, ব্রেকিং কী।'

অলিম্পিকে এরপর ব্রেকিং আর না,ও দেখা যেতে পারে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক থেকে এরই মধ্যে ডিসিপ্লিনটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে অলিম্পিকে খেলাটি আর কখনো দেখা যাবে কি না, তারও নিশ্চয়তা নেই। এ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বি-গার্ল র্যাকচেল রেগান বলেছেন, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে এটাকে অন্তর্ভুক্ত না করাটা হতাশার। বিশেষ করে যখন আমরা এটা একবার দেখানোর সুযোগ পেলাম। আমার মনে হয়, এটা অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত। জানি না, তারা এ জন্য নিজেরাই নিজেদের দোষারোপ করছে কি না।'

প্যারিস অলিম্পিকে ব্রেকিংয়ের বেশ প্রচারণাও চালিয়েছেন আয়োজকেরা। তাতে দর্শকও এসেছিল ভালোসংখ্যক, যেখানে র্যাপার স্নুপ ডগও ছিলেন। ইতালিয়ান বি-গার্ল আন্তিলাই সান্দ্রিনি ব্রেকিং নিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি এখানে (অলিম্পিক)। কারণ, ব্রেকিং একদমই আলাদা (খেলা)। ব্রেকিং কখনো অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হবে, সেটা ভাবিনি। তাই আমার কাছে এটি বিশাল ব্যাপার।'

প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেদারল্যান্ডসের ইন্ডিয়া সারদিয়োর মুখোমুখি হন শরণার্থী অলিম্পিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী তালাশ। তাঁর আসল নাম মানিজাহ তালাশ। তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান ছেড়ে দুই বছর আগে স্পেনে পাড়ি জমান তিনি। নীল রঙের এক টুকরা কাপড়ে 'ফ্রি আফগান উইমেন' লেখা প্রিন্ট করে এনেছিলেন তিনি। এই বার্তার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বি-গার্ল লোগান এদ্রা বলেছেন, 'সবখানেই অনেক মানুষ ভুগছে। পৃথিবীর তাই এটার (বার্তা) প্রয়োজন আছে।'

সত্তর দশকে হিপ হপ সংস্কৃতি থেকে ব্রেকিংয়ের উদ্ভব। লোগান জানিয়েছেন ব্রেকিংয়ের শেকড় ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটা ছিল 'অগোছালো।' বিভিন্ন রাউন্ডে বি-গার্লরা তাঁদের নাচের মুভগুলো দেখিয়েছেন এবং বিচারকেরা সেখান থেকে জয়ী বেছে নেন। বৃত্তাকার একটি মঞ্চের ওপর পারফর্ম করেন তাঁরা। সংস্কৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন দেশ থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বি-গার্লরা এসেছেন। যেমন জাপান, লিথুয়ানিয়া, মরক্কো ও অস্ট্রেলিয়া।

অলিম্পিকে ব্রেকিংকে অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত;এমন দাবির পক্ষে যাঁরা, অস্ট্রেলিয়ার বি-গার্ল রেগান তাঁদের ধুয়ে দিয়েছেন, 'অলিম্পিকে খেলাধুলা কী? ড্রেসেজ, আর্টিস্টিক সাঁতার, ১০০ মিটার স্প্রিন্ট ও পেন্টাথলনের মধ্যে মিলগুলো কী? ব্রেকিং পরিষ্কারভাবেই অ্যাথলেটিক। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর নিবেদনের প্রয়োজন হয়। এটা নতুন ধরনের উত্তেজনা নিয়ে এসেছে।'

OFFICE OF THE
BALI-II GRAM PANCHAYAT
UNDER NOWDA BLOCK
VILL+P.O- SHYAMNAGAR
P.S.- NOWDA
DIST-MURSHIDABAD
TENDER NOTICE

E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIET No:- 01/Bali-II GP/2024-25 & 03/Bali-II GP/2024-25 With Vide Memo No. 75/Bali-11/2024-25, & 79/Bali-11/2024-25 Dated: - 08-08-2024 & 09-08-2024,** The Last date for online submission of tender is **17/08/2024 Upto 02.00 P.M.** For details please visit web-site:- **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Bali-II Gram Panchayat

আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১৬ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN : L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট : www.assamentrade.com
ইমেল : assamentrade1985@gmail.com; টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৩৪৩৫২০

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে আসাম এন্ট্রেড লিমিটেড ('কোম্পানী') এর সদস্যদের ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (**'এজিএম') বুধবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে **৩৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে** নির্ধারিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য যা যথাসময়ে পাঠানো হবে। সভার স্থান ২৬/৪৯, বিরহানা রোড, কানপুর, উত্তরপ্রদেশ-২০৮০০১-এ কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (''এমসিএ'') দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ অনুসারে এই বিষয়ে এমসিএ দ্বারা জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে একত্রে পড়ুন (পরবর্তীতে ''**এমসিএ সার্কুলার**'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সেবি দ্বারা জারি করা, কোম্পানিগুলিকে ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুযায়ী কোম্পানির ৩৯তম এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ই-মেলের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিষেবা :
উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০২ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের বিধান অনুসারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ এজিএম আহ্বানকারী নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠানো হবে কোম্পানি/মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (''আরটিএ'') এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) (''ডিপিএস'') এর সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত সকল সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে। উপরে উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। যাইহোক, বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৯তম এজিএম-এর নোটিশের প্রকৃত কপিগুলি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা assamentrade1985@gmail.com-এ অনুরোধ করবেন। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাবে।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বৃহস্পতিবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৪ থেকে বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

এজিএমে ইলেকট্রনিক ভোটিং এবং অংশগ্রহণ :
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং তালিকা প্রবিধানের রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানগুলির সাথে পঠিত, সদস্যরা দূর থেকে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পাদনের জন্য।
এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম-এর দিন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :
ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোট দিতে পারেন।
কোম্পানির সদস্যরা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিবন্ধন করতে পারেন।

১. প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের কেওয়াইসি বিশদ (যদি ইতিমধ্যে জমা না করে থাকে) সেখানে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় নথিগুলির সাথে আপডেট করার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম-আইএসআর ১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) জমা দিয়ে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত করতে পারে আমাদের আরটিএ মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯, স্টিফেন হাউস, ৭ম তল, ৪, বি.বি.ডি. বাগ পূর্ব, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল absconsultant99@gmail.com থেকে।
২. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ (সিডিএসএল)-১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল -১৬-সংখ্যার ডিপিআইডি + সিএলআইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিতের অনুলিপি প্রদান করে সাময়িকভাবে তাদের ই-মেইল আইডি, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, প্যান কার্ড (নিজের প্রত্যয়িত কপি), আধার কার্ড (সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি) কোম্পানির কাছে assamentrade1985@gmail.com/ আরটিএ ই-মেইল আইডি absconsultant99@gmail.com-এ পাঠিয়ে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ই-মেইল ঠিকানার স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এটি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য নোটিশটি জারি করা হচ্ছে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(আয়ুশি বাজাজ)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১০.০৮.২০২৪
স্থান : কানপুর

OFFICE OF THE
RAIPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER NOWDA BLOCK
VILL+P.O-SABDARNAGAR ✡ P.S. NOWDA DIST- MURSHIDABAD
TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIET No: - **03/2ND Call/Raipur GP/2024-25,** With Vide **Memo No. 204/ RGP/2024-25, Dated: 07-08-2024,** The Last date for online submission of tender is **14/08/2024 Upto 02.00 P.M.** For details please visit web-site:- **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিই/টিপি/টেন্ডার নোটিশ/পার্ট-I/২০২৪০৯, তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/গার্ডেনরীচ ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত স্টোর সমূহ সরবরাহের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ সিইটিপি এসইআর ২০২৪০৯। যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** এনআইটি-এর অনুচ্ছেদ ৪.০ অনুসারে ওয়াইডার বেস পিএসসি স্লিপার্স-এর ওপর ব্যবহারযোগ্য হাই পারফরমেন্স রেল প্যাড-এর জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,০৩,৯৮০ টাকা। **সামগ্রীর বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের আওতায় গালুড়ি-খড়গপুর (পিইউ-এর জন্য ৫ কিমি) পুরুলিয়া/আদ্রা (ইভিএ-এর জন্য ৫ কিমি) সিনি (টিপিইউ-এর জন্য ৫ কিমি) এবং বাঁশপানি/চক্রধরপুর (ইপিডিএম-এর জন্য ৫ কিমি এবং টিপিবিই-এর জন্য ৫ কিমি)-এ মোট ২৫ ট্র্যাক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জন্য অ্যানেক্সচারের কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা পূরণকারী ইথিলিন ভিনাইল অ্যাসিটেট (ইভিএ)/থার্মোপ্লাস্টিক পলিইউরেথেন (টিপিইউ)/পলিইউরেথেন (পিইউ)/ইপিডিএম (ইথিলিন প্রপিলিন ডিয়েনে মোনোমার)/থার্মোপ্লাস্টিক পলিয়েস্টার বেসড্ ইলাস্টোমার (টিপিবিই) নির্মিত হাই পারফরমেন্স রেল প্যাড-এর উৎপাদন ও সরবরাহ। **পরিমাণ (কিমি.) ঃ** ২৫ ট্র্যাক কিমি.। **বায়নামূল্য জমাঃ** ৮৮,০৮০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** কাজ শুরুর সময়সীমা ৪ (চার) মাসের মধ্যে এবং সম্পাদনের সময়সীমা ৭ (সাত) মাসের মধ্যে। (বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে চুক্তির বিশেষ শর্তের অনুচ্ছেদ ১১.০-তে)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও খোলার সময়ঃ** ০২.০৯.২০২৪ বেলা ১২টা। **(PR-470)**

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-QUOTATION

Memo. No. 1253/RM
Date – 10.08.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-8e/2024-25/SL1
Tender ID : 2024_MAD_731880_1

Name of the work:i)Annual Maintaining & repairing (as per need) of Small / Light vehicles (i.e, - Van Rikshaws, Wheel Vans etc.), Medium/Medium Heavy Vehicles (i.e,-Engine Vans, Small Ambuulance, Swarga Rath etc.) under Ranaghat Municipality.Last Date Of Submission of Bid : **27.08.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

দু'মাস পরেই মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ
আয়োজনের জন্য সেনার দ্বারস্থ হল বাংলাদেশ বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশে গণবিক্ষোভের পর সে দেশের দায়িত্বে এসেছে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার। তবে দেশ এখনও অশান্ত। মাত্র দু'মাস পরেই বাংলাদেশে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন হওয়ার কথা। সেই প্রতিযোগিতা যাতে সুষ্ঠু ভাবে আয়োজন করা যায়, তার জন্য সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

৩ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সিলেট এবং মীরপুর, এই দু'টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। 'ক্রিকবাজ' ওয়েবসাইটের খবর, দেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ-জামানকে চিঠি লিখেছে বিসিবি। আবেদন করা হয়েছে, যাতে মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে দরকারি সাহায্য পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে আইসিসি। পাশাপাশি, একই 'টাইম জোনে' রয়েছে, এমন দেশগুলিকেও বিকল্প হিসাবে তৈরি রাখা হচ্ছে। সেই হিসাবে ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং শ্রীলঙ্কা এগিয়ে রয়েছে।

বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন দেশ ছেড়েছেন। সঙ্গে বোর্ডের বেশ কিছু কর্তাও রয়েছেন। বাকিরা রয়েছেন ঢাকাতেই। তাঁদের আশা, প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ থেকে সরানো হবে না।

বিসিবি-র আম্পায়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিকার আহমেদ মিঠু বলেছেন, আমরা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার চেষ্টা করছি। সত্যি বলতে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশে নেই। বৃহস্পতিবার আমরা সেনাপ্রধানকে চিঠি লিখেছি। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস চাওয়া হয়েছে।

সোনার রেকর্ড গড়ে অলিম্পিককে বিদায় টেবিল টেনিস কিংবদন্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিয়ারে তাঁর অর্জনগুলো নিয়ে একটা বই লেখা সম্ভব। টেবিল টেনিস অঙ্গনে এতটা লম্বা সময় ধরে কেউ দাপট দেখাতে পারেননি বলে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন (আইটিটিএফ) তাঁর ডাকনাম দিয়েছে 'দ্য ডিক্টেটর' (একনায়ক) ও 'দ্য ড্রাগন'। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, একমাত্র পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ডাবল গ্র্যান্ড স্লাম, সবচেয়ে বেশি ৬৪ মাস বিশ্ব র্যা ঙ্কিংয়ের ১ নম্বরে থাকা (এর মধ্যে টানা ৩৫ মাস শীর্ষস্থান ধরে রাখা);এক জীবনে আর কী চাই!

মা লংয়ের তবু কিছু চাওয়ার ছিল। চীনের হয়ে অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি সোনার পদক জেতা। সেই চাওয়া গতকাল রাতে পূরণ হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের দলগত টেবিল টেনিস ফাইনালে সুইডেনকে ৩-০ ম্যাচ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চীন। এর মধ্য দিয়ে চীনের হয়ে রেকর্ড ৬টি সোনা জয়ের কীর্তি গড়েছেন দলটির অধিনায়ক মা লং। এত দিন ৫টি করে সোনা জিতে মা লংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন দুই ডাইভার উ মিনজিয়া ও চেন রুওলিন এবং জিমন্যাস্ট জু কাই।

অলিম্পিক টেবিল টেনিস ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনার জয়ের রেকর্ডটা ২০২০ টোকিও অলিম্পিকেই গড়েছিলেন মা লং। কাল ষষ্ঠ সোনা জিতে নিজের রেকর্ডটাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। অলিম্পিকে এই খেলায় ৪টির বেশি সোনার পদক মা লং ছাড়া আর কারও নেই। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক দিয়ে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' অভিষেক হয় তাঁর। তখন থেকে এখন পর্যন্ত সব অলিম্পিকেই অন্তত একটি সোনা জিতেছেন।

২০১২ লন্ডন, ২০১৬ রিও ডি জেনিরো, ২০২০ টোকিও ও সর্বশেষ ২০১৪ প্যারিস;টানা চার অলিম্পিকে টেবিল টেনিসের দলগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া একমাত্র খেলোয়াড় মা লং। এককভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন রিও এবং টোকিওতে।

বয়স ৩৬ ছুঁই ছুঁই। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের সময় মা লংয়ের বয়স হবে ৪০-এর কাছাকাছি। নিজেকে সেই অলিম্পিকে দেখছেন না এই কিংবদন্তি। কাল অনন্য কীর্তি গড়ার পর জানিয়ে দিয়েছেন, প্যারিসই তাঁর শেষ অলিম্পিক হয়ে থাকবে, 'গত ১২ বছর আমার যাত্রাটা ছিল উত্থান-পতনে ভরা। প্রতিটি অলিম্পিকে আমি ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছি। নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করছি। টোকিওর পর আমি এখানে (প্যারিসে) থাকার আশা করিনি। কিন্তু এই তিন বছর আমাকে মানসিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এই সোনার পদক অলিম্পিকে আমার পথচলা শেষ করার দারুণ উপায়।'

অলিম্পিককে বিদায় জানিয়ে দিলেও জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে মা লংয়ের, 'ভবিষ্যতে আপনারা হয়তো আমাকে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসের মঞ্চে দেখতে পারবেন।'

প্যারিস অলিম্পিকে টেবিল টেনিসের পাঁচ ইভেন্টের মধ্যে চারটিতেই (পুরুষ একক, নারী একক, পুরুষ দলগত, মিশ্র দ্বৈত) সোনা জিতেছে চীন। মেয়েদের দলগত ইভেন্টেরও ফাইনালে উঠেছে চীন।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩০.০৬.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৫,৪৯৮	৯,৩৩৫	৩৩,৫৭৮
২.	সময়কালের নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	(১৯৯)	১০	১৭৩
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়কালের নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	(১৯৯)	৩	১১৯
৪.	কর পরবর্তী সময়কালের নিট লাভ/ (ক্ষতি)	(১৯৯)	৩	২,৮০৯
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	(১৯৯)	৩	২,৭৪০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত			(১,৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) - মূল ও মিশ্রিত (টাকা)	(৭.৬৯)	০.১৩	১০৮.৪৬

দ্রষ্টব্য- ১) উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.reliancejute.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ অগস্ট, ২০২৪

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar Wires Industries Limited
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্র নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৪) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৩) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৪) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৩৯৩.৭৪	৩,১৬০.৬৬	১২,৮৫০.৩৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৮১.২৩	৯৩.৮৯	(৫১.১৮)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮১.২৩	৯৩.৮৯	১৪৬.৬২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮১.২৩	৯৩.৮৯	১৪৬.৬২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৮১.২৩	৯৩.৮৯	২০১.৭২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উর্দ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মতো	-	-	২,৬০৩.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি)			
	মৌলিক :	০.১৯	০.২২	০.৩৪
	মিশ্রিত :	০.১৯	০.২২	০.৩৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ অগস্ট, ২০২৪

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Dismantling MS Grating and Replacing with new MS Section near Aquapolis Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-48/24-25
Tender ID : 2024_MAD_732035_1 • Estimated Amount : 2,73,586/-

2) Name of the Work: Construction of Drain at Swastik Co-opertive, within Ward- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-47/24-25
Tender ID : 2024_MAD_732024_1 • Estimated Amount : 2,98,171/-

3) Name of the Work: Repairing of Drain at different places of Amrai Roy Para, Gazi Para, Ward- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-46/24-25
Tender ID : 2024_MAD_732014_1 • Estimated Amount : 2,89,661/-

4) Name of the Work: Construction of Drain with One No. Culvert at Saratpally 4 No. Street within Ward- 24, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-45/24-25
Tender ID : 2024_MAD_732000_1 • Estimated Amount : 2,70,767/-

5) Name of the Work: Desilting of High Drain at 4 No. Street to J L Avenue within Ward- 24, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-44/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731989_1 • Estimated Amount : 2,12,736/-

6) Name of the Work: Construction of Drain from Pradyut Chakraborty House to Jagat Bauri House, Ward- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-43/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731887_1 • Estimated Amount : 3,45,219/-

7) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Drain from Gopal Ghosh to Chabi Ghosh and Joydev Roy to Bishnu Layek House at Sagarbhanga Gopinathpur Panpara, Ward No.- 28, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-116/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731092_1 • Estimated Amount : 1,48,499/-

8) Name of the Work: Repairing of B.T Road at Netaji Colony Chasi Para & D Block within Ward No.- 21, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-117/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731744_1 • Estimated Amount : 4,48,230/-

9) Name of the Work: Construction of Concrete Road at City Centre in front of Ananya Apartment within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-100/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731516_1 • Estimated Amount : 3,57,694/-

10) Name of the Work: Construction of Concrete Platform at the end of 20 No. Street of Bengal Ambuja within Ward No.- 22, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-101/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731463_1 • Estimated Amount : 1,36,246/-

11) Name of the Work: Repairing and few portion Road and Construction of Cement Concrete Road at Anandapur Bauri Para within Ward No.- 43, under DMC (SSM).
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-102/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731552_1 • Estimated Amount : 3,09,370/-

12) Name of the Work: Construction of Plain Cement Concrete Road at Sukantapally Entrance connecting to State Highway within Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-103/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731673_1 • Estimated Amount : 3,10,803/-

13) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Sagarbhanga Main Road to ABS Academy within Ward No.- 29, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-104/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731406_1 • Estimated Amount : 4,77,051/-

14) Name of the Work: Providing & Laying of Paver Block at Bidhannagar in front of Shilpa Kanan Phase 2 within Ward No.- 27, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-106/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731692_1 • Estimated Amount : 1,60,891/-

15) Name of the Work: Construction of Concrete Platform beside of Chatterjee Para Durga Mandir, within Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-107/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731714_1 • Estimated Amount : 2,11,366/-

16) Name of the Work: Construction of Boundary Wall and 01 Nos. Gate at Jaherthan Palashdiha, Ward- 32, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-108/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731724_1 • Estimated Amount : 2,14,427/-

17) Name of the Work: Construction of Boundary Wall with Grill Fencing and Three Nos. Gate at Vidyasagar Sporting & Cultural Society Ground, Ward- 20, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-109/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731736_1 • Estimated Amount : 3,64,074/-

18) Name of the Work: Supply and Installation of Steel Tubular Pole and LED Street Light Fittings for illumination at the Kabarsthan of Bijra Paschim Para, under Ward No.- 02, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-28/24-25
Tender ID : 2024_MAD_731146_1 • Estimated Amount : 3,04,295/-

Last Date : 20th August 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE,
Govt. Of W.B., Posted at DMC

'ক্রিকেটারদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে না', মনে করেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরের বছর আইপিএলের মহা নিলাম। সেই নিলামে বেশ কিছু নিয়মের পরিবর্তন হতে চলেছে। সম্ভবত থাকছে না 'রাইট-টু-ম্যাচ' (আরটিএম) কার্ড। অর্থাৎ কোনও ক্রিকেটার নিলামে ওঠার পর তাঁর যে দাম ওঠে, 'রাইট-টু-ম্যাচ' কার্ড ব্যবহার করে সেই দামেই ওই ক্রিকেটারকে কিনে নিতে পারে পুরনো দল। এই নিয়মের বিরোধিতা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, 'রাইট-টু-ম্যাচ' কার্ড থাকলে তাতে ক্রিকেটারদের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, আরটিএমের থেকে অন্যায় জিনিস আর কিছু নেই। আরটিএম নিয়ম কী ভাবে কাজ করেছে এত দিন। ধরুন এক্স নামের কোনও ক্রিকেটার সানরাইজার্সে খেলে। তার এখনকার বাজারমূল্য পাঁচ থেকে ছ'কোটি টাকা। নিলামে তোলা হল সেই ক্রিকেটারকে। ধরুন, দু'কোটি টাকায় সেই ক্রিকেটারের বিডিং শুরু হল।

অশ্বিনের সংযোজন, সেই সময় কেকেআর এবং মুম্বইও ওই ক্রিকেটারের জন্য বিড করতে শুরু করল এবং ছ'কোটি টাকা দাম উঠল ওই ক্রিকেটারের। সেই সময় সানরাইজার্স আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে সেই ক্রিকেটারকে কিনে নিল। তাতে কেকেআর এবং মুম্বই দু'জনেই অখুশি হবে। একমাত্র খুশি হবে সানরাইজার্স। কারণ ওই নিলামে একবার অংশ নিয়েই সেই ক্রিকেটারকে পেয়ে গিয়েছে তারা।

অশ্বিনের মতে, একজন ক্রিকেটারের যদি একাধিক দল লড়াই করার পর যখন পুরনো দলই তাঁকে আরটিএম ব্যবহার করে কিনে নেয়, তখন সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের প্রতি সুবিচার হয় না।

Office of the
ANDULBERIA-II GRAM PANCHAYAT
P.O Nazirpur, P.S- Rejinagar, District- Murshidabad, PIN- 742189
CORRIGENDUM NOTICE

NeT No: 05/ANDUL-II GP/2024-2025. With Vide Memo No. **183/Andul-II GP/2024-25, Dated: 01-08-2024,** The Last date for online submission of tender has been extended till **14/08/2024 upto 12:00.**
For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন পত্রিকা ও TODAYS BANGLA-র যৌথ উদ্যোগ

একদিন চিত্রাঙ্গদা

৮ কলকাতা, ১১ অগস্ট, ২০২৪ ● রবিবার

আমি রূপা তপাদার নন্দী

আমি মনে করি স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আগে স্বপ্ন দেখতে হবে। ছেলেবেলার থেকে স্বপ্ন ছিলো নিজের একটা সুন্দর পরিচয় তৈরী করবো। নিজের স্বপ্নপূরণ করার চেষ্টা করেছি আর সেটা পূরন করতে সাহায্যে করেছে TODAYS বাংলা আর তার সাথে আমাদের সবার প্রিয় শান্তনু দাস রাজা মানে আমাদের রাজাদা। এখন মানুষ আমাকে যতটুকু চেনে সেটা হচ্ছে TODAYS বাংলার জন্য। আমি বর্তমান Brand, Magazine, Hoarding shoot-এ কাজ করি এছাড়া মিউজিক অ্যালবাম ও শর্ট ফিল্মে কাজ করছি।

মডেল : রূপা তপাদার নন্দী **রূপসজ্জা :** সুস্মিতা দাস **পোশাক :** Anu's Desi Stitch

আমি দেবম প্রামাণিক

আমার বয়স আট বছর, আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, আমার বাড়ি দমদম সিঁথির মোরে, আমি বড়ো হয়ে অনেক বড় মডেল ও অভিনেতা হতে চাই, আমার রাজা আঙ্কেলের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভালো লাগে, আমি এরকম কাজ রাজা আঙ্কেলের সঙ্গে আরো অনেক করতে চাই। তোমরা সবাই আশীর্বাদ করো, আমি যেন অনেক বড় অভিনেতা হতে পারি।

মডেল : দেবম প্রামাণিক **রূপসজ্জা :** সোমা নস্কর **পোশাক :** Anu's Desi Stitch

আমি বর্ষা ঝা

আমি একজন আন্তর্জাতিক মডেল। বিগত ৪-৫ বছর ধরে আমি এই প্রফেশনে রয়েছি। মডেলিং এর পাশাপাশি আমি নাচ, জিমন্যাস্ট ও অভিনয় করি। আমি এখনও পড়াশোনা করছি। আমি দিল্লি, মুম্বাই, দুবাই প্রভৃতি স্থানের ম্যাগাজিনে কাজ করেছি। সেখান থেকেই ২০২৩ এ বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল মডেল অ্যাওয়ার্ড পাই। কয়েক মাস ধরে আমি কলকাতায় রাজাদার ইচ্ছায় TODAYS বাংলা পত্রিকার সাথে কাজ করছি। এই সংস্থার সব মডেলদের ভালোবাসা, মেক আপ আর্টিস্টদের নিপুণভাবে সাজিয়ে তোলা এবং ফটোগ্রাফার দীপাদির নিখুঁত ছবি তোলা এক উপরি পাওনা। সর্বোপরি বাবা, মা এবং দাদাভাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। রাজাদার হাত ধরেই আমার কলকাতার বিভিন্ন জায়গার হোর্ডিং শুট, ম্যাগাজিন কভার শুট এবং TODAYS বাংলা পরিবার সম্মান অ্যাওয়ার্ড পাওয়া। মডেলিং আমার প্যাশন। আমি আরও অনেক কিছু শিখতে চাই আর রাজাদার সাথেই এগিয়ে যেতে চাই।

মডেল : বর্ষা ঝা **রূপসজ্জা :** প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী **পোশাক :** Anu's Desi Stitch

আমি পিয়ালী চক্রবর্তী

আমি নরেন্দ্রপরের রাজপুরে থাকি। আমি একজন মডেল ও পেশাদার মেক-আপ আর্টিস্ট। মডেলিং নিয়ে ছোটবেলা থেকেই অনেক স্বপ্ন ছিল, তাই হয়তো ধীরে ধীরে সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি। আগামী দিনে আরও ভালো ভালো কাজ করার ইচ্ছা আছে। TODAYS বাংলার শান্তনুদার সঙ্গে আমি পরপর দুটো কাজ করেছি। কাজ করে খুব ভালো লেগেছে — একথা বললে খুব কম বলা হয়। এককথায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আগামী দিনে আরও কাজ করতে চাই দাদার সাথে। দাদা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের দেওয়ার জন্য।

মডেল : পিয়ালী চক্রবর্তী **রূপসজ্জা :** সোমা নস্কর **পোশাক :** Anu's Desi Stitch

আমি পিয়ালী দাস

ছোট্ট থেকে স্বপ্ন ছিলো মডেলিং করার। টুডেস বাংলা পত্রিকা আমার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে। আর সেই সুযোগ টা করে দিয়েছে আমার খুব কাছের মানুষ রাজা দা। ধন্যবাদ তোমাকে, ধন্যবাদ TODAYS বাংলাকে।

মডেল : পিয়ালী দাস **রূপসজ্জা :** পারমিতা **পোশাক :** Anu's Desi Stitch

শ্যুট কো-অর্ডিনেটর :
শান্তনু দাস রাজা

চিত্র গ্রাহক :
দীপা বর্মন
শ্যুট ব্যবস্থাপনায় :
সব্যসাচী সরকার ও প্রিয়া বিশ্বাস

Anu's Desi Stitch Dress House
এখানে শ্যুট এর সমস্ত রকম ড্রেস ও জুয়েলারী ভাড়াতে দেওয়া হয়।
ফোন : ৯০৫১১০৮৬৪০

Anu's Desi Stitch
এখানে বিভিন্ন ডিজাইন এর এবং বিভিন্ন রকমারি ব্লাউজ বিক্রি করা হয়।
ফোন : ৮১০০৬৭৯৭৯০

১০৫, যোধপুর গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০০৪৫

আমি তুহিন পাত্র

সকলকে নমস্কার। আমি কলকাতায় থাকি। আমি মূলত একজন, ছাত্র। এবং আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি এবং আমি একজন ভাল মডেল হতে চাই এবং মডেলিংয়ে আমার ক্যারিয়ার গড়তে চাই। এটা আমার প্যাশন, আমি আমার পেশাকে খুব ভালোবাসি। আমাকে সমর্থন করুন। আমি অনেক দূর যেতে পারি। আরও একজনের নাম নিতেই হয়, তিনি হলেন রাজাদা। তিনি আমাকে এতবড় সুযোগ দিয়েছেন

মডেল : তুহিন পাত্র **রূপসজ্জা :** প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী **পোশাক :** Anu's Desi Stitch